ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 June, 2024 ■ আগরতলা ২৬ জুন ২০২৪ ইং ■ ১১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রথমবার স্পিকার নির্বাচনে ভোটাভুটি

এনডিএ পদপ্রার্থী ওম বিরলা, ইন্ডি জোটের প্রার্থী কোডিকুন্নিল সুরেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) ।। প্রথম থেকেই নতুন সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু করেছে বিরোধীরা। এনডিএ-র স্পিকার পদের পাল্টা ইন্ডি জোটও স্পিকার পদে প্রার্থী করলো কোডিকুন্নিল সুরেশকে রাজধানীর রাজনীতির অলিন্দে যিনি কে সুরেশ নামেই পরিচিত।মঙ্গলবার স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন। এদিন ওম বিড়লাকে স্পিকার পদের জন্য প্রার্থী করে এনডিএ। মনোনয়ন জমা দেন তিনি।

পাল্টা কেরলের কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ-কে দিয়ে স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ানো হয় ইন্ডি জোটের তরফে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিরঞ্জন সিং বলেন, লোকসভার অধ্যক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল ও ডিএমকে-র টিআর বালু এসেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে কথা হয়। উনি তাঁদের এনডিএর তরফে স্পিকার পদপ্রার্থীর নাম জানান এবং সমর্থন চান। বেণুগোপাল সাহেবের বক্তব্য ছিল, ডেপুটি স্পিকার হিসাবে ইন্ডিয়ার কাউকে দিতে হবে। আর এখনই তার মান্যতা দিতে হবে. রবিরঞ্জনের এও দাবি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেণুগোপালকে জানান, যখন ডেপুটি স্পিকার পদে ভোটাভুটি হবে, তখন সকলে মিলে বসে আলোচনা করেই ডেপুটি স্পিকার ঠিক হবে। তবে বেণুগোপাল দাবিতে অনড় ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, গণতন্ত্রে শর্ত দিয়ে, চাপ দিয়ে রাজনীতি হয় না।

শপথের পর

'জয় সংবিধান' স্লোগান রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) ।। মঙ্গলবার লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন রাহুল গান্ধী। হাতে এদিন সংবিধান নিয়ে শপথ নেন এই কংগ্রেস সাংসদ। শপথবাক্য পাঠের পর "জয় সংবিধান" স্লোগান দিতেও দেখা যায় কংগ্রেস সাংসদকে। প্রসঙ্গত, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শর্ত সাপেক্ষে বিজেপি স্পিকারকে সমর্থন দিতে রাজি কংগ্রেস ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) ।। নতুন সরকার গঠনের পর সোমবার সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে। তার পরদিনই এবার স্পিকার পদ নিয়ে সরকার-বিরোধীদের মধ্যে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। লোকসভা স্পিকার পদে এবার এনডিএ জোটের প্রার্থী ওম বিড়লা। রাহুল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানান, ওম বিড়লাকে যাতে বিরোধীরা সমর্থন করে সেই আর্জি নিয়ে রাজনাথ সিং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ফোন করেন। ফোনে রাজনাথ সিং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বলেন, ইন্ডি জোট যাতে ওম বিড়লাকে সমর্থন করেন, সে বিষয়টি দেখার জন্য। রাজনাথ সিংয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানান মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে সেইসঙ্গে খাড়গে একটি শর্তও আরোপ করেন বলে দাবি রাহুলের। তিনি বলেন, ওম বিড়লাকে স্পিকার পদে তাঁরা সমর্থন করতে রাজি। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার পদে রাখতে হবে বিরোধী দলের কাউকে। যদিও এই বিষয়ে সরকার ও বিরোধীপক্ষের কোনও ঐকমত্য হয়েছে কিনা জানাননি রাহুল।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে আইজিএম হাসপাতালকে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে

আগরতলা, ২৫ জুন ।। রাজ্যের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধভাবে কাজ করছে। এজন্য রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও রাজ্যে আসতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিগত দিনেও রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিস্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যে প্রস্তাবিত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে মুখ্যমীকে উদ্দেশ্য করে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর চিঠির প্রতিক্রিয়ায় পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে পর্যটনমী জানান, ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের সমস্ত আইন ও নিয়মনীতি মেনেই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে আইজিএম হাসপাতালকে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী উল্লেখ করেন যে রাজ্য সরকার চায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্য থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশুনা করতে পারে এবং রাজ্যে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌছে দিতে। সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মী জানান, 'স্বাধীন ট্রাস্ট' ত্রিপুরায় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আইজিএম হাসপাতালকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। 'স্বাধীন ট্রাস্ট' আগরতলার পাশে নিজস্ব অর্থে জমি ক্রয় করে কলেজ ভবনের নির্মাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য রাজ্য সরকার তাদেরকে বিনামূল্যে সরকারি জমি বা বিল্ডিং কিছুই দেয়নি। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা তাদের জমিতে ৬০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল্ ৃ্ঞ্ষ্ঞ্ এর নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালটি ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্দিরে চোরের থাবা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ফের মন্দিরে চোরের হানা। সন্তোষী মায়ের গয়না নিয়ে পালালো চোরের দল। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর চক্রবর্তী পাড়ায়।ঘটনার বিবরণের জানা যায়, প্রায় ৪০ বছর পুরনো সন্তোষী মায়ের মন্দির রয়েছে এক গৃহস্থের বাড়িতে। সেই বাড়িতেই সোমবার রাতের কোনো এক সময় হানা দেয় চোরের দল। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির মালিক ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান সন্তোষী মায়ের মন্দিরে দরজা খোলা। মন্দিরের সব জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখা। ভেতরে গিয়ে দেখতে পান সন্তোষী মায়ের শরীরে থাকা প্রায় ৫ ভরি সোনার গয়না গায়েব। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাজেট পেশ করার আগে

রাজ্যের উন্নয়নে ২৩ দফা দাবি সনদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে ঃ প্রণজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। রাজ্যের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ২৩ দফা দাবি সনদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তুলে দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এসব দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমণ। তার পূর্বে অন্যান্য বারের ন্যায় বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় মোট ২৩ টি দাবি তুলে ধরেন।এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় জানান কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করার পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন।বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা সেই বৈঠকে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মূলত কেন্দ্রের উপর নির্ভর শিল। রাজ্যের পক্ষ থেকে ২৩ টি দাবি জানানো হয়েছে।এই দাবি গুলির মধ্যে রয়েছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ, এইমস-এর আদলে রাজ্যে একটি হাসপাতাল স্থাপন, ডাবল লেন রেলওয়ে ট্র্যাক, নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা, এডিসি এলাকার জন্য বিশেষ তহবিল ও দুইটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দাবি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে যে প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করবেন সেই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্য লাভবান হলে বলে জানান অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। রাজ্যের আর্থিক স্থিতি বর্তমানে তেমন ভালো জায়গায় নেই। সেই জায়গায় দাড়িয়ে রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ অত্যন্ত জরুরী। এখন দেখার কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করা হয় কিনা।

সাত দিনের খার্চি উৎসব শুরু ১৪ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। আগামী ১৪ জুলাই ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।উৎসব ও মেলা। আগামী ২০ জুলাই উৎসব ও মেলার সমাপ্তি হবে। আজ পুরাতন আগরতলা ব্লক অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, প্রতি বছরের মতো এবছর সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, সাতদিন ব্যাপী খার্চি মেলায় দেশ ও বিদেশ থেকে সাধু-সন্ত ও ভক্তদের সমাগম হবে লক্ষ্যনীয়। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চতুর্দশ দেবতার মন্দির সাজিয়ে তুলা হচ্ছে।চেয়ারম্যান আরও জানান, উৎসব ও মেলার দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে স্কাউটস এন্ড গাইডস'র সদস্যরাও থাকবেন। মেলা চলাকালীন সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে আগত সাধু সন্তদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে করা হবে। তাছাড়া উৎসব ও মেলা উপলক্ষে খয়েরপুর এলাকার প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী, খেলোয়াড় ও দিব্যাঙ্গজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসব ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান জানান, এবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী ও শাহের সাথে দেখা করলেন রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ।। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এক্স (ড়)-এ পোস্ট করেছে : ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

শপথ নিলেন বিপ্লব দেব ও কৃতি সিং দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। সাংসদ পদে শপথ নিলেন বিপ্লব কুমার দেব ও কৃতি দেবী সিং দেববর্মা। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব হিন্দিতে এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে সাংসদ কৃতি দেবী সিং দেববর্মা ইংরেজিতে শপথবাক্য পাঠ করেছেন।১৮তম লোকসভায় সাংসদদের শপথ গ্রহণ গতকাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। আজ সমস্ত সাংসদদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হবে। লোকসভার সাংসদ হিসেবে বিপ্লব কুমার দেব ও কৃতি দেবী সিং দেববর্মা প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন।

নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ জুন।। নাবালিকার শ্লীলতাহানির দায়ে অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, ভাড়াটিয়ার ১১ বছরের নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী।

ঘটনা উদয়পুর ফুলকুমারী নবশক্তি ক্লাব এলাকায়।

ধৃত পুলিশ কর্মীর বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর।

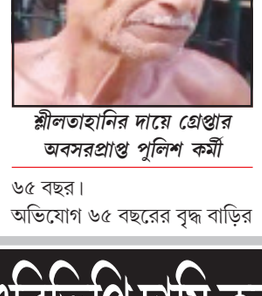

শ্লীলতাহানির দায়ে গ্রেপ্তার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী

অভিযোগ ৬৫ বছরের বৃদ্ধ বাড়ির ভাড়াটিয়ার নাবালিকা মেয়েকে ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে অশ্লীল আচরণ করে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ তৈরি হয়।

খবর দেওয়া হয় আর কে পুর থানায়।

পরবর্তীকালে আর কে পুর মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে তদন্তে নেমে ঘটনার যাচাই করছে। তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ব্যাংকের পরিষেবায় ক্ষুব্ধ গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ব্যাংকের পরিষেবায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা। প্রতিনিয়ত তালবাহানা শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলে প্রায় দু মাস অপেক্ষা করেও সঠিক সময় পাচ্ছেন না টাকা। নিজের টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে গেলে দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভর্তি প্রক্রিয়া ঃ এবিভিপি দায়ি করল টিএসএফকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন:এমবিবি কলেজে ঘটে যাওয়া ছাত্রসংগঠনের সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল এবিভিপি রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা। এই ঘটনার জন্য টিএসএফের সদস্যদের দায়ী করেছেন এবিভিপি সংগঠন। টিএসএফের সদস্যদের এধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।এক বিবৃতির মাধ্যমে এবিভিপি সংগঠনের তরফ থেকে তিনি জানান, নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য এবিভিপি সংগঠনের সদস্যরা সেখানে সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিল। এবিভিপির হেল্প ডেক্স থেকে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্যও নিচ্ছিল। ঠিক তখনই টিএসএফের সদস্যরা নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির লাইনে ঝামেলা সৃষ্টি করে। উত্তেজনার সৃষ্টিতে বাধাদান করতে গেলে এবিভিপির সদস্যদের উপর টিএসএফ এর সদস্যরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ করেন এবিভিপি - এর রাজ্য সম্পাদক। এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বনভূমি দখল করে বসবাস ঘিরে উত্তপ্ত লংতরাইভ্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৫ জুন।। বনভূমির পাট্টা ইস্যুতে পরিস্থিতি জটিল করে তোলার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। স্বার্থান্বেষীরা এই ইস্যুতে নিজেদের লাভালাভের অংক কষতেই এধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বনভূমি পাট্টা ইস্যুতে উত্তপ্ত লংতরাইভ্যালী। এই অশনি পরিস্থিতির পেছনে নোংরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি ছামনু বিজেপি মন্ডল কমিটির।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, একজন জনজাতি নেতার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে।এখানে উল্লেখ্য গত ১৩ জুন সকালেই আচমকাই ছামনু প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কিছু জনজাতি পরিবার লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিস সংলগ্ন শালবাগানে জড়িত হতে থাকে। তারা শালবাগানের জঙ্গল কেটে দখল আরম্ভ শুরু করে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক এবং মহকুমা ফরেস্ট অফিসার।মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে কিভাবে তারা ফরেস্ট ল্যান্ড দখল করছে জানতে চাইলে দখলকারী জনজাতি পরিবাররা দাবী করে ছামনু বনকুমারি এলাকায় চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা ফরেস্ট ল্যান্ড অবৈধভাবে দখল করে বসবাস করছে। প্রশাসন বনকুমারী এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের যদি উচ্ছেদ না করে তবে তারা মহকুমা অফিস সংলগ্ন শালবাগান দখল করে বসবাস শুরু করবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিলে সেদিনের মতো পরিস্থিতি শান্ত হয়।কিন্তু ঠিক পরের দিনই একই ইস্যুতে মনু ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে একাংশ জনজাতি পরিবার। তারপর মহকুমার আরও দু"একটা জায়গায় একি ছবি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিসে ছামনু ও করমছড়া কেন্দ্রের উভয় বিধায়ক, ছামনু ও মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রের উভয় এমডিসি, জেলাশাসক ও ডিএফও, ধলাই জেলার এসপি সহ জনজাতি নেতাদের নিয়ে শান্তি বৈঠক হয়।আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে ১৫ দিনের মধ্যেই কমিটি গঠন করে তদন্ত শেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমতাবস্থায় গোটা মহকুমা জুড়ে অজানা এক থমথম পরিস্থিতি বিরাজ করছে।এবার সাংবাদিক সম্মেলনে ছামনু বিজেপি মন্ডল কমিটির দাবি একাংশ জনজাতিদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি বনভূমি দখলের নামে মহকুমা জুড়ে এক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে। তাদের দাবী একজন নেতা নিজের হারিয়ে যাওয়ার জমি পুনরুদ্ধারী এবং আগামীতে নিজের টিকেট পাকাপোক্ত করতেই এমন জঘন্য ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু করেছেন। তারা বলেন সাম্প্রতিক সম্প্রীতি অটুট রেখেই মহকুমার জনজাতিরা বসবাস করছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে একজন নেতা সুন্দর পরিবেশকে বিষাক্ত করছেন। কারন ১৮ সালের পর মোট ১৪২ পরিবারকে পাট্টা দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৩ ▫ ২৬ জুন ২০২৪ ইং ▫ ১১ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চিনকে এড়াতে কৌশল

চীনের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চায় ভারত। চিরসূত্র চীনের সঙ্গে কোন ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে নারাজ ভারত। বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে ভারত। এ ধরনের কৌশলের অঙ্গ হিসেবেই এসসিও সম্মেলনে যাইতেছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলন চলিবে ৪ জুলাই পর্যন্ত । মোদির পরিবর্তনে কাজাখস্তানে হইতে চলা সম্মেলনে ভারতের তরফে যোগ দেবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানানো হইয়াছে, যেহেতু ওই সময় সংসদের অধিবেশন চলিবে তাই মোদি যোগ দেবেন না এসসিও সম্মেলনে। কিন্তু সংসদের অধিবেশন চলাকালীন অতীতে মোদি বিদেশ সফরে গিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিতেছে, মোদির কাজাখস্তান না যাওয়ার অন্য কোনও কারণ রহিয়াছে কিনা।

বৈঠকে চিনের উপস্থিতিই একটা বড় কারণ। আসলে সম্প্রতি মার্কিন প্রতিনিধি দল দলাই লামার সঙ্গে দেখা করিয়া চিনবিরোধী বিবৃতি দেয় ধরমশালা থেকেই। পরে মোদির সঙ্গে সেই দলের বৈঠকও হয়। এই পরিস্থিতিতে বেজিং যে প্রবল চটিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি ইটালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনির আমন্ত্রণে মোদির জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়া চিনবিরোধী বৃহৎ শক্তির সঙ্গে বৈঠকও চিনকে রুষ্ট করিয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে এসসিও সম্মেলনে মোদির অনুপস্থিতি চিনের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানোর কূটনৈতিক কৌশল বলিয়াই মনে করা হইতেছে। তবে মোদি না গেলেও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর যোগ দিতেছেন এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে।রাশিয়া ও চিনের উদ্যোগে ২০০১ সালে ইউরেশীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করিতে গঠিত হয় এসসিও। কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ভারত, পাকিস্তানও যাহার সদস্য হইয়াছে। এবছর অন্তর্ভুক্ত হইবে ইরান ও বেলারুশ।২০১৭ সালে কাজাখস্তানেই বসিয়াছিল এসসিও সম্মেলনের আসর। সেবার কিন্তু মোদি গিয়াছিলেন সেখানে। সেবারই পূর্ণ সদস্য হিসেবে প্রথমবার ওই সম্মেলনে যায় ভারত। কিন্তু গত কয়েক বছরেই এই সম্মেলনে ভারতের অংশগ্রহণ নিয়া সমস্যা তৈরি হয়। যাহার কেন্দ্রে অবশ্য রয়েছে পাকিস্তান। তবে গত বছর এসসিও-র সভাপতিত্ব করিয়াছিল ভারত। এর আগে সমরখন্দের সম্মেলনে অবশ্য যোগ দিতে দেখা গিয়াছিল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। কিন্তু এবার বৈঠকে যোগ না দিয়া চীনকে এড়াইয়া চলিবার কৌশল নিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্রর খাঁ-র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ আদালতের

বাঁকুড়া, ২৫ জুন (হি.স.) : বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্রর খাঁ-র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিল আদালত। একের পর এক হাজিরার তারিখ এড়ানোয় এবার এম পি, এম এল এ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৯ জুলাই আদালতে হাজিরা না দিলে সেক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে হবে সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর ১৩ এপ্রিল সোনামুখী থানার মানিকবাজার এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের একটি বিক্ষোভে যোগ দেন সৌমিত্র খাঁ। সেই বিক্ষোভে উপস্থিত থেকে সৌমিত্র খাঁ সোনামুখী থানার তৎকালীন আই সি সৌরদীপ্ত ভট্টাচার্য্যর বাবা মা তুলে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। ওইদিনই পুলিশ সোনামুখী থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে সৌমিত্র খাঁ। সেই মামলায় আদালত বারেবারে অভিযুক্ত সৌমিত্র খাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিলেও সৌমিত্র খাঁ হাজিরা না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালত ৯ জুলাই এর সময়সীমা বেঁধে দিল সৌমিত্র খাঁকে।

৯ জুলাই হাজিরা না দিলে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। চব্বিশের লোকসভায় বিষ্ণুপুর আসন থেকে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলকে হারিয়েছেন সৌমিত্র। ৫৫৬৭ ভোটে জিতেছেন বিজেপির সৌমিত্র। যদিও আগের চেয়ে তাঁর ভোটের ব্যবধান কমেছে। তবে ভোটে জেতার পরও দিল্লিতে বসে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ। কিন্তু ভোটের ঝক্কি পেরনোর পর আবারও বড় বিপাকে সৌমিত্র।

এনডিএ-র স্পিকার পদপ্রার্থী ওম বিড়লা, ইন্ডি জোটের প্রার্থী কোডিকুন্নিল সুরেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : প্রথম থেকেই নতুন সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু করেছে বিরোধীরা। এনডিএ-র স্পিকার পদের পাল্টা ইন্ডি জোটও স্পিকার পদে প্রার্থী করলো কোডিকুন্নিল সুরেশকে রাজধানীর রাজনীতির অলিন্দে যিনি কে সুরেশ নামেই পরিচিত।

মঙ্গলবার স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন। এদিন ওম বিড়লাকে স্পিকার পদের জন্য প্রার্থী করে এনডিএ। মনোনয়ন জমা দেন তিনি। পাল্টা কেরলের কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ-কে দিয়ে স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ানো হয় ইন্ডি জোটের তরফে।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিরঞ্জন সিং বলেন, লোকসভার অধ্যক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল ও ডিএমকে-র টিআর বালু এসেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে কথা হয়। উনি তাঁদের এনডিএর তরফে স্পিকার পদপ্রার্থীর নাম জানান এবং সমর্থন চান। বেণুগোপাল সাহেবের বক্তব্য ছিল, ডেপুটি স্পিকার হিসাবে ইন্ডিয়ার কাউকে দিতে হবে। আর এখনই তার মান্যতা দিতে হবে. রবিরঞ্জনের এও দাবি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেণুগোপালকে জানান, যখন ডেপুটি স্পিকার পদে ভোটাভুটি হবে, তখন সকলে মিলে বসে আলোচনা করেই ডেপুটি স্পিকার ঠিক হবে। তবে বেণুগোপাল দাবিতে অনড় ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, গণতন্ত্রে শর্ত দিয়ে, চাপ দিয়ে রাজনীতি হয় না।

কোচি থেকে লন্ডনগামী বিমানে বোমাতঙ্ক, হেফাজতে সন্দেহভাজন

কোচি, ২৫ জুন (হি. স.) : লন্ডনগামী এক বিমানে বোমাতঙ্ক। যার জেরে যাত্রীদের মধ্যে ছড়াল উত্তেজনা। জানা গেছে, মঙ্গলবার কোচি থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হচ্ছিল বিমানটি। তখনই উড়োফোন পায় কোচি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এরপরই চলে তল্লাশি। বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা সন্দেহজনক কোনওকিছুর সন্ধান না পাওয়ায় উড়ানের অনুমতি মেলে। নির্ধারিত সময়ের থেকে খানিক দেরিতে লন্ডনের উদ্দেশে উড়ে যায় বিমানটি।

তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কোচি বিমানবন্দরের এক মুখপাত্র জানান, হুমকি ফোনের জন্য সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী উদ্দেশ্যে সে এই ঘটনা ঘটায়, বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাইজেনবার্গের সাক্ষাৎ

অমিতাভ চক্রবর্তী

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস। পঞ্চম সলভে কনফারেন্সের পর ঠিক দুই বছর পেরিয়ে গেছে। ছয় দিনের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনের পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটু একটু করে মান্যতা পেতে শুরু করেছে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, আরউইন শ্রোডিঙ্গার, পল ডিরাক, পাস্কেল জর্ডান প্রমুখ তরুণ পদার্থবিদের হাত ধরেই এই নতুন তত্ত্বের ক্রমবিকাশ। নিলস বোর ও ম্যাক্স বর্নের মতো প্রবীণ বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়ে খুব উৎসাহিত। তত্ত্বের নিখুঁত গাণিতিক রূপের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। পরমাণু তথা কণাপদার্থবিজ্ঞানের এক অজানা জগৎ উন্মোচিত হতে চলেছে গবেষকদের সামনে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক কাঠামো নিয়ে গবেষণা করেই অনিশ্চয়তা নীতির সন্ধান পেয়েছেন হাইজেনবার্গ। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও গতিশীল কণাগুলোর বিশেষ কিছু ধর্ম নির্ণয়ের সময় এই অনিশ্চয়তার প্রশ্ন আসে। সমসাময়িক দিকপাল গবেষকেরা সন্তুষ্ট হলেও মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কিন্তু তখনো মেনে নিতে পারেননি এই তত্ত্ব। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক মাপজোখের সুনির্দিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেই তত্ত্বের সম্পূর্ণতা নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়।

নতুন এই তত্ত্ব নিয়ে রাশি রাশি গবেষণাপত্র লেখা হচ্ছে। এদিকে হাইজেনবার্গ ও ডিরাক বেরিয়েছেন আমেরিকা ট্যুরে। পদার্থবিদ্যার নতুন এই শাখা নিয়েই আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে লেকচার দিয়েছেন তাঁরা। এখানে এসেই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে দুজনের। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ব্রিটিশ-জার্মান অসূয়া নেই। দুই দশক আগেও জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের তত্ত্বাবধানে। সনাতন পদার্থবিদ্যার নিউটনীয় ধারণাকে চুরমার করে দিয়েছিল এই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব। কণাপদার্থবিজ্ঞানের জগতে একই রকম বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে এবার হাজির কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। নতুন এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান কান্ডারি ২৯ বছর বয়সী তরুণ পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। দীর্ঘ কয়েক মাস আমেরিকায় কাটিয়ে এশিয়া ট্যুরে এলেন তিনি। জাপান ও সিঙ্গাপুর হয়ে এবার তাঁর গন্তব্য ভারতবর্ষ, তথা বাংলা। বছরখানেক আগে তাঁর শিক্ষক সমারফেল্ডও এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ইংরেজশাসিত এই দেশের গবেষকেরাও আধুনিক পদার্থবিদ্যার অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করেছেন। প্রবীণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তো আছেনই, এমনকি বেশ কয়েকজন তরুণ গবেষকের কাজকর্ম নিয়ে উচ্ছ্বসিত ইউরোপের বিজ্ঞানী মহল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অধ্যাপকের গবেষণার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন। বসুর লেখা গবেষণাপত্রটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিখ্যাত জার্নাল সাইটশ্রিফট ফুর ফিজিক-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। তবে ইদানীং গবেষণার শিরোনামে কলকাতা। এই শহরেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের গবেষণাগারে বিশেষ আলোক বিচ্ছুরণের সন্ধান পেয়েছেন সি ভি রমণ ও তাঁর সহকারী কে এস কৃষ্ণাণ। সম্প্রতি ইউরোপের একাধিক গবেষণাপ্রবন্ধে এই বিচ্ছুরণকে 'রমণ এফেক্ট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৪ অক্টোবর ১৯২৯, জাহাজে কলকাতায় এসে নামলেন হাইজেনবার্গ। ঘটনাচক্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুও তখন কলকাতায়। সত্যেন্দ্রনাথ, কে এস কৃষ্ণাণ, ডি এম বোস, আর রাও এবং অন্যান্য পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আকস্মিক আগমনে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতেই তড়িঘড়ি একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বোস (ডি এম বোস) খুব সাহায্য করেছিলেন ওয়ার্নারকে। গবেষণার প্রয়োজনে দীর্ঘদিন জার্মানিতে থাকার সুবাদে দেবেন্দ্রমোহন তাঁর পূর্বপরিচিত। কলকাতায় আসার আরেকটি কারণ অবশ্যই ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বছর তিনেক আগে রবীন্দ্রনাথের কথা তিনি প্রথম শুনেছিলেন অধ্যাপক ম্যাক্স বর্নের স্ত্রী হেডভিগের কাছে। গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইজেনবার্গের শিক্ষক ছিলেন বর্ন। ভারতীয় কবি তখন জার্মানির বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কবির লেখা ঘরে—বাইরে উপন্যাসটির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন অধ্যাপক---পত্নী। মা---বাবাকে নিয়ে মিউনিখে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন হাইজেনবার্গ। তাঁর ধার্মিক মা বাড়িতে ফিরেই বলেছিলেন, এই ইন্ডিয়ান পোয়েট দেখতে যেন একেবারে ঈশ্বর যিশুর মতো! নোবেল পুরস্কারজয়ী অপূর্বদর্শন এই মানুষ যেন আক্ষরিক অর্থেই প্রাচ্যের মনীষী। তিনি নিজেও দেখেছেন জার্মানিতে কবির বক্তৃতা কিংবা অনূদিত কবিতাগুলোকে নিয়ে কী প্রবল উন্মাদনা! রোমান্টিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ। কানায় কানায় ভরে ওঠা বক্তৃতাকক্ষে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে গন্ডগোলের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কী অনাবিল দক্ষতায় ছান্দিক স্বর ক্ষেপণে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন কবি! সেই থেকে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহ জন্মেছে ওয়ার্নারের। মনে হচ্ছিল, একবার মানুষটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলে বেশ হতো। অবশেষে সেই সুযোগ হয়েছে দেবেন্দ্রমোহনের সৌজন্যে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ভাগনে দেবেন্দ্রমোহনের। কবির প্রিয় পাত্র তিনি। মধ্যাহ্নভোজের পর হাইজেনবার্গকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ দোতলায় একটি ঘরে চমৎকার চায়ের আয়োজন করেছেন। দেবেন্দ্রমোহন কিছুক্ষণ পর উঠে গেলেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছিলেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের সঙ্গে। গাছের ফাঁক গলে পড়ন্ত বেলার আলো জানালার শার্সি দিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। বিজ্ঞান ও দর্শনের বাস্তব সত্য নিয়ে কথা বলছেন এক আগ্রহী জার্মান তরুণ ও প্রবীণ ভারতীয় কবি। মানবনিরপেক্ষ কোনো সৌন্দর্য ও সত্যে বিশ্বাসী নন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, বিজ্ঞানে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেদের মনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে।

এই কথা বেশ মনে ধরে হাইজেনবার্গের। তাঁর অনিশ্চয়তা তত্ত্বও তো এই প্রক্রিয়ারই ফসল! উত্তরে তিনি জানান একদম ঠিক কথা। বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত আমরা যে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সন্ধান করি, সেটা আসলে মানবসত্তার এক উপলব্ধি। হ্যাঁ, এক অনন্ত মানবসত্তা। বৈজ্ঞানিক ধারণায় যে বিশ্বপ্রকৃতির কথা বলা হয়, তার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল। এমন কোনো কিছুই থাকতে পারে না, যা মানবব্যক্তিত্বের অধীন নয়। এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের সত্যও মানবীয় সত্য। কী রকম? যেমন ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি জড় পদার্থের কথাই ধরা যাক। এগুলোর মধ্যে অনেকটাই ফাঁকা অঞ্চল থাকে। তার মানে শূন্যস্থান ইলেকট্রন ও প্রোটনকে সংবদ্ধ করে রাখলেও পদার্থকে নিরেট বলে মনে হয়। ঠিক একইভাবে মানবজাতিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে রয়েছে মানবীয় সম্বন্ধের পারস্পরিকতা।

তাহলে আপনার মতে জগৎ হলো মানবসত্তার এক উপলব্ধি।

হ্যাঁ, এক অনন্ত সত্তার উপলব্ধি। আমাদের কর্ম ও আবেগের মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি আসে।

আমরা তো কেবল প্রকৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপটিই অনুধাবন করতে চাই। বড় আকারের কোনো অস্তিত্বে এই শৃঙ্খলার নির্দেশ ধরা গেলেও অতি ক্ষুদ্র কণাগুলোর মধ্যে সেই শৃঙ্খলা আমাদের বোধে ধরা পড়ে না। আসলে অস্তিত্বের গভীরেই রয়েছে এই দ্বৈত পরস্পরবিরোধিতা। এর তুলনা আমি খুঁজে পাই আমাদের মনস্তত্ত্বে। আমাদের সংরক্ত আবেগ ও কামনাগুলো অবাধ্য, অথচ আমাদের চরিত্র এগুলোর বশে এনে একটা সমন্বিত সমগ্রে পরিণত করে।ভারতীয় দর্শনে নশ্বরতা, আন্তসম্পর্কবন্ধন, আপেক্ষিকতা ইত্যাদি বিষয়ের ভৌত বাস্তবতা নিয়ে আরও অনেক কথা বলেছিলেন কবি। কলকাতার বাইরে এক গ্রামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তিনি। নাম শান্তিনিকেতন। গোটা ভারত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে। সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞানও পড়ানো হয় সেখানে। আন্তর্জাতিক এই শিক্ষাঙ্গনের অন্তরাত্মাটি কিন্তু একেবারে খাঁটি ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও গান্ধীজির ভূমিকা নিয়েও কথা হয় তাঁদের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই দীর্ঘ কথোপকথন বেশ অর্থবহ মনে হয়েছিল তরুণ পদার্থবিদের।

সন্ধ্যায় সেখান থেকেই সোজা চলে এসেছিলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। কলকাতা পৌঁছানোর সংবাদ জানিয়ে মা-বাবাকে একটি চিঠি লিখে লেটারবক্সে ফেললেন তিনি। তারপর উঠে বসলেন দার্জিলিং মেলের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। এবার তাঁর গন্তব্য শৈলশহর দার্জিলিং। তখনো দার্জিলিংকে ঠিক শহর বলা চলে না, দেশীয় কয়েকজন রাজা ও জমিদারদের সম্পত্তি থাকলেও ব্রিটিশরা এই পাহাড়ি জনপদকে একটু একটু করে নিজেদের গ্রীষ্মাবাস হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। টি প্ল্যান্টেশনের পাশাপাশি চার্চ, ক্লাব, স্কুল, কমিউনিটি হল, বুকশপ ইত্যাদি দু---একটা করে গড়ে উঠছে সবই। এমনকি পাহাড়ের ঢালে প্রায় ৪০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে আস্ত এক বোটানিক্যাল গার্ডেন, নাম লয়েডস বোটানিক্যাল গার্ডেন। শহরে পায়ে হাঁটা রাস্তায় খাদের দিকে লোহার রেলিং দেওয়া।

হোটেলে উঠেছেন হাইজেনবার্গ। দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর সংবাদ জানিয়ে বাড়িতে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন তিনি। কোথা থেকে যে রাজ্যের কুয়াশা ও মেঘ এসে জড়ো হয়েছে! ধূসর মেঘের আড়াল পেরিয়ে দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। কমে আসছে দিনের আলো। একটু একটু করে আরও জবুথবু হয়ে পড়ছে এই শৈল জনপদ। হোটেলের কেয়ারটেকার ছেলেটি তাঁর জন্য চা নিয়ে এল। স্থানীয় লেপচা ছেলেটি ইংরেজিতে কথা বলা ভালোই রপ্ত করেছে। ও যখন ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, হাইজেনবার্গ জিজ্ঞেস করলেন, টাইগার হিল এখান থেকে কত দূর? খুব বেশি দূরে নয়। যেতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আপনি যাবেন? তাহলে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখি? ঘোড়ার দরকার কী? আমি ট্রেক করেই যেতে চাই। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, বৃষ্টি হলে তো সবই ভেস্তে যাবে!

ভাগ্য ভালো থাকলেই টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা যায়। মনে হয়, মেঘ কেটে যাবে। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন, স্যার। রাত দুটো নাগাদ আমি ডেকে দেব। আর্লি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, নইলে সাড়ে চারটার আগে পিকে পৌঁছানো যাবে না। ক্ষণিকের কথাবার্তাতেই ছেলেটিকে ভালো লেগে যায় হাইজেনবার্গের। তিনি বলেন, টাইগার হিলে যাওয়ার জন্য একজন গাইডকে বলে রেখো।

সে আপনি ভাববেন না, স্যার। আজ রাতেই ম্যানেজারবাবুকে বলে রাখব। বিছানায় রাখা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসলেন তরুণ অধ্যাপক। মাসখানেক হতে চলল দেশ ছেড়ে বেরিয়েছেন। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। কাগজ—কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন তিনি। দার্জিলিং --- অক্টোবর ৫, ১৯২৯ প্রিয় মা-বাবা, দুই ঘণ্টা আগেই আমার ভারতে পৌঁছানোর খবর জানিয়ে তোমাদের একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। আমার ধারণা, হয়তো এক্ষুনি সেটা তোমাদের কাছে পৌঁছাল (ওখানে নিশ্চয় এখন দুপুরবেলা); তোমরা সম্ভবত দেখে অবাক হচ্ছ যে টেলিগ্রামটা কলকাতা থেকে নয়, দার্জিলিং থেকে এসেছে। কিন্তু আমার শেষ চিঠিতে জানিয়েছিলাম, আমি দুই দিন আগে কলকাতায় পৌঁছেছি। ইচ্ছা করেই আগে তোমাদের জানাতে চাইনি; যা—ই হোক, আমি চেয়েছিলাম নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করতে, যেদিন গন্তব্যে পৌঁছে আমার টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে। এই মুহূর্তে আজ দুপুরে আমি হিমালয়ের কোলে এই পাহাড়ি গ্রামে (২২০০ মিটার উচ্চতা) বসে আছি। তোমরা জানলে খুব অবাক হবে, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আমার ঘরের জানালা দিয়েই হিমালয়ের বিশাল পর্বতমালা, হিমবাহসহ বিস্তৃত শৈলশিরা দেখা যায়। তবে এই মুহূর্তে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে এবং ঘন কুয়াশায় ১০০ মিটার দূরের কিছুও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তোমরা হয়তো বুঝতেই পারছ যে আমি কিছুটা অধৈর্য হয়ে আছি; আজ থেকে দিন দুয়েক বাদেই আমাকে নেমে যেতে হবে, কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার না হয়, তবে আমার ভারতে আসাই বৃথা হবে। আর তোমরা তো জানোই পাহাড় আমার হৃদয়ের কতটা জুড়ে আছে। আমার কাছে যেকোনো পুরোনো মন্দিরের চেয়ে পাহাড় বেশি আকর্ষণীয়। তবে ভাগ্য আমার সঙ্গে থাকতেও পারে; কারণ, আমি আগেও দেখেছি এই ধরনের ক্ষেত্রে পাহাড় আমাকে খালি হাতে ফেরায় না। তবে এখানকার বৃষ্টি ও কুয়াশাঘেরা প্রকৃতিও মোহময়; গাঙ্গেয় উপকূলের গরম একদমই নেই, বাতাস নিজেই বেশ ঠান্ডা এবং আমার তো প্রায় 'অ্যাট হোম' ফিলিংস হচ্ছে। এখানে এত ঠান্ডা যে উলের স্যুট পরেও আমি রীতিমতো কাঁপছি। আবহাওয়া পরিষ্কার হলে প্রত্যেক পর্যটকের মতো আমিও রাত তিনটায় উঠে টাইগার হিলে যাওয়ার চেষ্টা করব। সেখানে যেতে হলে আদতে একটি পাহাড়ে চড়তে হয় এবং সেখান থেকে মাউন্ট এভারেস্ট দেখা যায়। শুনেছি, টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখা নাকি এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। হয়তো নামেই বুঝতে পারছ যে এখানকার জঙ্গলে এখনো বাঘ আছে, তবে চলাচলের রাস্তায় খুব একটা আসে না, আর মানুষ দেখলেই নাকি পালিয়ে যায়। অনেকটা আমাদের ওখানকার হরিণের মতো বলতে পারো। গতকাল কলকাতার পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে চমৎকার সময় কেটেছে, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা বলতে পারো। বিকেলে আমি ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি ছিলাম। তোমাদের হয়তো মনে আছে, বছর দুয়েক আগে মিউনিখে আমরা ওনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। তিনি এখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেটাকে বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল যা—ই বলা হোক না কেন, তরুণ ভারতীয়রা সেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। গান্ধীর অধীনে ভারতে যে স্বাধীনতাসংগ্রাম চলছে, সেটার সঙ্গেও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বস্তুগতভাবে অবশ্যই ইংরেজরা ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু শক্তির ওপর কখনো আত্মার জয় হবে কি? ইংরেজ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে আমি কেবল খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোরই মুখোমুখি হয়েছি। ইউরোপীয়দের জন্য হোটেল, রেলপথসবকিছুর অবস্থা খুব নিম্নমানের এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্পষ্টতই, সব মুনাফা ইংরেজদের পকেটে চলে যাচ্ছে, দেশে থাকছে না কিছুই এবং তাই হয়তো পরিকাঠামোগত উন্নতি করা হয়ে উঠছে না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেট্রেনযাত্রাকালে এখানকার প্রথম শ্রেণির কামরাগুলোতেও বালিশ ও চাদর সরবরাহ করা হয় না, নিজেকেই সেগুলো বগলদাবা করে নিয়ে আসতে হয়। জার্মানির চতুর্থ শ্রেণির কামরা এখানকার প্রথম শ্রেণির চেয়ে ভালো। তবু সবকিছু আমাদের দেশের চেয়ে ব্যয়বহুল। টাকা কোথায় যায়, তা সহজেই বোঝা যায়। যেকোনো ভদ্র ব্যক্তি এখানকার অর্থনীতিকে কলঙ্কজনক বলে ভাববেন। এখানকার নিম্নশ্রেণির জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিতে মর্মান্তিক; তবু ইংরেজরা উন্নতির কোনো চেষ্টাই করছেন না। এই দেশের কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি আমাদের কাছে বেশ ভয়ানক এবং অবোধ্য বলে মনে হয়, এবং আমি এমন কিছু জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমি ভুলে যেতে চাই। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাছে খুব ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই কেয়ারটেকার ছেলেটি আমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এ রকম পরিবেশ আমাকে আলপাইনের ট্রেকারস হাটে কাটানো জীবন মনে করিয়ে দেয়। আমার ঘরের বাইরে জঙ্গল ছাড়িয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যেই খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এল এবং পাহাড়জুড়ে গ্রামের টিমটিমে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। হয়তো রাতের মধ্যেই আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

অবশেষে সত্যি টাইগার হিলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে পৌঁছানোর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশ একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে থাকে। প্রায় মিনিট চল্লিশেক পর পুব আকাশে আলোর দীপ্তি দেখা যায়। নীল আকাশের ক্যানভাসে তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আলোর ছটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাদা চকচকে হয়ে ওঠে বরফের শৃঙ্গগুলো। প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারপর একে একে আলো ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য শৃঙ্গে। মেঘমুক্ত আকাশে প্রতিটা পাহাড়চূড়া আলাদা করে দেখা যাচ্ছে। গাইড ছেলেটি একেক করে চেনাতে শুরু করে বিদেশি অতিথিকে। একেবারে সামনে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর উচ্চারণে 'কাংচেনজঙ্গা'। দূরে মেঘের রেখার পেছনে আবছা শৃঙ্গটি হলো মাউন্ট এভারেস্ট, পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। পাশাপাশি জেগে থাকা আরও অনেক শৈলচূড়া এবং পাহাড়ি খাঁজে হিমবাহগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সূর্য তার সব ঔজ্জ্বল্য নিয়ে হাজির হলো হিমালয়ে। রোদ এসে পড়ল টাইগার হিলেও। একরাশ ভালো লাগা সঙ্গে নিয়ে এবার ফেরার পালা। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বনের রাস্তা ধরেই নামতে শুরু করলেন হাইজেনবার্গ। হোটেলে ফিরে এলেন তরুণ পদার্থবিদ। ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন তিনি। আজ আবহাওয়া একদম পরিষ্কার, কোথাও যেন মালিন্যের রেশটুকু নেই। কাগজ---কলম নিয়ে বসলেন চিঠির বাকি অংশ লিখতে। রোববার সকাল, ৬ অক্টোবর

ভাগ্য ইতিমধ্যেই আমার ওপর সুপ্রসন্ন হয়েছে, আমি যতটা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশিই বলতে পারো। যখন রাত একটা নাগাদ একবার ঘুম থেকে উঠলাম, তখনো চারদিক পুরোপুরি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল এবং আমি সত্যিই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রাত দুইটায় কেয়ারটেকার ছেলেটি আমার দরজায় কড়া নাড়ল: আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল, ও জিজ্ঞেস করল আমি চা খেতে চাই কি না? ২টা ৩০ মিনিট, আমরা শীতের পোশাক পরে প্রাতরাশ করে নিলাম। একজন তিব্বতি গাইড আমার সঙ্গে গিয়েছিল। (এখানকার পর্বত অধিবাসীরা মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত এবং হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে এসেছে।) আকাশে বেশ কিছু তারা উঠেছিল; বিশেষ করে আমাদের চলার পথে মাথার ওপরে দর্শনীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ছিল কালপুরুষ। প্রথমে পাশের একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে খানিকটা উঠে যাওয়া, যেখানে মাত্র কয়েকটি আলো জ্বলছিল, তারপর একটি গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটানা পথচলা। সঙ্গে গাইড থাকায় সুবিধাই হয়েছে, অন্যথায় আমি হারিয়ে যেতে পারতাম। আমরা যখন ওপরের দিকে উঠছিলাম, আকাশ দৃশ্যত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। তারপর ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ আমরা শিখরে পৌঁছেছিলাম। আকাশে মেঘের কয়েকটি পুরু রেখা, তবে বাধাহীনভাবে আকাশের অনেকটা দূরে চোখ যায়। কিন্তু চমৎকার তারকাখচিত আকাশ ছাড়া তখনো সবকিছু অন্ধকার। সূর্যোদয়ের আগের স্বল্প সময়ে আমরা কাঠের আগুনে খানিকটা কফি তৈরি করে ফেলেছিলাম। ওখানে ট্যুরিস্ট বলতে কেবল আমরাই ছিলাম, অন্যরা হয়তো আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর যখন ঘড়িতে সময় প্রায় ভোর পাঁচটার কাছাকাছি, পূর্ব দিক আলোকিত হতে শুরু করল। স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল আলো; তাদের সাদা ধূসর রং, আমাদের দেশের পর্বতের মতোই এই দৃশ্য আমার কাছে অতিপরিচিত। তখন আমাদের সামনে (অর্থাৎ ৫০-৭০ কিলোমিটার দূরে) সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার দীর্ঘ পরিসর। ধারালো শিরা-উপশিরা ছাড়াও প্রতিটি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি ৮ হাজার মিটার উঁচু। এত উঁচু বিশালাকার পর্বতগুলো কেবল ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, মাউন্ট এভারেস্ট এখান থেকে অনেক দূরেআমার মনে হয়, প্রায় ১৫০ কিলোমিটার হবে, সেই রকমই ধূসর দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া সব সময় এই পর্বত মেঘের আড়ালে ছিল, যেখান থেকে মাঝেমধ্যে কেবল শৃঙ্গের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। দুটো পর্বতের রেঞ্জের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব দিকে নিচের চূড়া এবং হিমবাহের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল প্রসারিত। সম্ভবত উচ্চতার নিরিখে সব কটিই ৬ হাজার মিটারের ওপরে। বিশেষ করে পূর্ব দিকের এই দৃশ্যের ব্রুয়েনস্টাইন থেকে দেখতে পাওয়া ট্যারেন পর্বতমালার সঙ্গে অনেক মিল। (তোমাদের কি এই ব্যাপার এখনো মনে আছে?) সূর্য আমাদের পাহাড়ে পৌঁছানোর অনেক আগে, উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলো জ্বলজ্বল করতে শুরু করে, প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাউন্ট এভারেস্ট, তারপর একে একে নিচের শিখরগুলো। তবে তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে এ ধরনের সূর্যোদয় কেমন দেখায়। আমরা সেখানে অনেকটা সময় ধরে ছিলাম, যতক্ষণ না পাহাড়গুলো পুরোপুরি সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করতে শুরু করল এবং রোদের উত্তাপ আমাদের গায়ে এসে লাগল। এই মুহূর্তে আমরা আবারও মেঘ এবং কুয়াশার নিচে বসে আছি। তবে এই পরিবেশ অবশ্যই আমাকে আর বিচলিত করছে না।

আরেকটি নতুন পৃষ্ঠা নিয়ে লেখা শুরু করতে ইচ্ছা করছে না। অতএব তোমরা অনেক উষ্ণ শুভেচ্ছা নিয়ো, তোমাদের ওয়ার্নার পরদিন সকালের ট্রেনেই পাহাড় থেকে নেমে এলেন হাইজেনবার্গ। আবার কলকাতা থেকে জাহাজ ধরতে হবে। ফিরতি যাত্রায় ট্রেনে বসে নিজের দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বন্ধু পল ডিরাককে লিখে জানালেন তিনি। কলকাতা থেকে মাদ্রাজে এলেন হাইজেনবার্গ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁকে স্বাগত জানাতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কে এস কৃষ্ণাণ। এই বিদেশি অতিথিকে সঙ্গ দেওয়ার ভার পড়েছে বিজ্ঞান বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র চন্দ্রের ওপর। ছেলেটির পুরো নাম সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাস আগেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন হাইজেনবার্গের শিক্ষক আর্নল্ড সমারফেল্ড। তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিল চন্দ্র। সমারফেল্ডের কাছেই সে প্রথম শুনেছিল শ্রোঙ্গিগারের ওয়েভ মেকানিকস এবং হাইজেনবার্গ, ডিরাক, পাউলি ও অন্যান্য তরুণের হাতে কণাপদার্থবিজ্ঞান জগতের অগ্রগতির কথা। ফলে এবার হাইজেনবার্গের সাহচর্য ওর কাছে স্বপ্নের মতো। একটি গাড়ি ভাড়া করে সারা দিন ধরে কাঞ্চিপুরম ও মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলো জার্মান পদার্থবিদকে ঘুরিয়ে দেখাল সে। কলেজপড়ুয়া এই ছাত্রের বিজ্ঞানভাবনা শুনে এবং ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন হাইজেনবার্গ। ওকে শুনিয়েছিলেন কোপেনহেগেনে বিজ্ঞানী নীলস বোরের ইনস্টিটিউশনের কথা। বোরের বিজ্ঞানদর্শন, শিক্ষাদান ও মহানুভবতায় যে শিক্ষাঙ্গন, তাঁর নিজের কাছেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। এসব কথা শুনে গবেষণার স্বপ্নে যেন আরও বেশি করে বিভোর হয়ে ওঠে চন্দ্রশেখর। সন্ধ্যার পর সমুদ্রসৈকতে বসেও চলল পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা। নিজের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধটি নিয়েও কথা বলল চন্দ্র। পরদিন বাবাকে চিঠি লিখে জানাল, 'সোমবার সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটালাম, একেবারে জাহাজঘাটায় কলম্বোর উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ার আগপর্যন্ত। আমার গবেষণাপত্রটি নিয়েও কথা বলেছি। মাত্র এক দিনে পদার্থবিজ্ঞানজগতের কত কিছু যে জানলাম!'

মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চেপে সোজা কলম্বো। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার রাজধানী শহরটিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি, আছে অগুনতি মনাস্ট্রি। ভারতে আসার আগে রেঙ্গুনেও নারকেলগাছে ঘেরা একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির দর্শন করেছিলেন হাইজেনবার্গ। মা-বাবাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এই মন্দিরগুলোতে বাইরে জুতা রেখে খালি পায়ে প্রবেশ করতে হয়।' পায়ে হেঁটে বন্দর—শহরটি ঘুরে দেখলেন তিনি। গেলেন গঙ্গারামাইয়া মন্দির দেখতে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরের এই শহরে মানুষেরা কিন্তু ভারী আন্তরিক। দুই দিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে সিঙ্গাপুর থেকে হাইজেনবার্গের ঢাউস স্যুটকেসটি এখানে এসে পৌঁছায়। যথাসময়ে হারুনা মারু কলম্বো বন্দর ছেড়ে রওনা হয়। এই জাপানি জাহাজে চেপেই সুয়েজ খাল পেরিয়ে ইউরোপে যাচ্ছেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। এবার সত্যি দেশের টান অনুভব করছেন তরুণ পদার্থবিদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ক্ষমতা বৃদ্ধি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনের বাতিলকরণ ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও, ২৫ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের ছয়গাঁও - মির্জা সেকশনে ডাবল লাইন চালু করার জন্য প্রস্তাবিত নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী ট্রেনের চলাচল বাতিল ও পথ পরিবর্তন করা হয়েছে:

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ:

২৫ জুন থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬০২ (গুয়াহাটি-ধুবড়ি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ০৫৮০৩ (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ০৫০২০ (গুয়াহাটি - মেন্দিপাথার (নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৯৮ (গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬০৭ (মেন্দিপাথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তন:

২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি - হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস ও ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৬২ (কামাখ্যা-রাঁচি) এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে কামাখ্যা — রঙিয়া — নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করা হবে। ২৫ ও ২৬ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৩৪৫ (হাওড়া-গুয়াহাটি) শরাইঘাট এক্সপ্রেস, ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২৫১১ (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ১২৫০৩ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু — আগরতলা) হমসফর এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে নিউ বঙাইগাঁও — রঙিয়া — কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করা হবে।

প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ও ০৭৫২৩/০৭৫২৪ (নিউ বঙাইগাঁও — গুয়াহাটি — নিউ বঙাইগাঁও) ডেমু বাতিল থাকবে। ২৬ জুন থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬০১ (ধুবড়ি-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ০৫৮০৪ (গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ০৫০১৯ (মেন্দিপাথার - গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল বাতিল থাকবে। ২৬ জুন, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৩ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু — আগরতলা) হমসফর এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে নিউ বঙাইগাঁও — রঙিয়া — কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করা হবে।

লোকসভার স্পিকার পদে কে সুরেশের মনোনয়ন "একতরফা সিদ্ধান্ত", বিস্ফোরক অভিষেক

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : ১৮"তম লোকসভার স্পিকার পদে কে বসবেন তা নিয়ে সংসদের অন্দরে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এনডিএ জোট সর্বসম্মতিক্রমে বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লাকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই লক্ষ্যে বিরোধীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ও কিরেণ রিজিজু। তবে বিরোধীদের, বিশেষ করে কংগ্রেসের স্পষ্ট উত্তর ছিল, লোকসভার স্পিকার পদে এনডিএ-র মনোনীত প্রার্থীকে তাঁরা সমর্থন করবে, যদি ডেপুটি স্পিকারের পদ তাদের ছাড়া হয়। তবে ইন্ডি জোটের সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি এনডিএ সরকার। এরপরেই স্পিকার পদের জন্যে পাল্টা প্রার্থী ঘোষণা করে ইন্ডি জোট। কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ লোকসভার স্পিকার পদের জন্যে মঙ্গলবার নিজের মনোনয়ন জমা করেছেন। তবে ইন্ডি জোটের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনও কিছুই জানানো হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সংসদ ভবনে শপথবাক্য পাঠ করতে যান ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার স্পিকার পদের জন্যে ইন্ডি জোটের প্রার্থীর মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে অভিষেকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। কোনও আলোচনা করা হয়নি। এটি একটি একতরফা সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশী ইলিশ চোরা পথে ঝড়খালিতে, দুটি ট্রাক ধরল পুলিশ

ক্যানিং, ২৫ জুন (হি. স.) : ইলিশ ধরার মরশুম শুরু হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবীদের জালে সেভাবে এখনও ধরা পড়েনি ইলিশ। ফলে যোগান না থাকায় ইলিশের চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে বাজারে। আর সেই সুযোগ নিয়ে চোরা কারবারিরা বাংলাদেশের ইলিশ চোরাপথে কেনাবেচা শুরু করেছে। নদী পথে ঝড়খালি করিডোর ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে পদ্মার ইলিশ ঢুকতে শুরু করেছে এদেশে। খবর পেয়েই ক্যানিং ও বাসন্তী থানার পুলিশ নাকা তল্লাশি চালিয়ে সোমবার গভীর রাতে ইলিশ বোঝাই দুটি ট্রাক ধরে ফেলেন। দুটি ট্রাকে আনুমানিক ২০ টন ইলিশ ছিল বলে অনুমান পুলিশের। একটি ট্রাক ধরা পড়ে বাসন্তী থানার পুলিশের হাতে, আরেকটি ট্রাক ধরা পড়ে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে। এই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে মাছ পচনশীল হওয়ায় সরকারি নির্দেশ মত সমস্ত মাছ ক্যানিং মাছের আড়তে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়

PRESS NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the District Magistrate & Collector, Unakoti District, Kailashahar invites tender from eligible bidders up to 4.00 PM on 27/06/2024 for cleaning / washing / sweeping of composite office building which include corridor of the District Administration vide tender notice No.F.3(44)/DUZ/2012-13/1.043 dt. 12/06/2024. For details terms & condition of the tender is available in Tripura State Portal tripura.gov.in & Unakoti District website unakoti.nic.in and hard copy can be seen on the Notice Board of the Office of the District Magistrate & Collector, Unakoti District, Kailashahar, Tripura on all working days from 10.00 A.M. onwards. Any subsequent corrigendum will be available in the website.

Signed by
Dilip Kumar Chakma
District Magistrate &
Collector Unakoti
District, Kailashahar
ICA/C/432/24

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াচ্ছে ভুয়ো খবর, সতর্ক করলো আইআরসিটিসি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): ভুয়ো খবর নিয়ে সতর্কতা জারি করা হল আইআরসিটিসি-র তরফে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ছড়ানোয় যাতে কেউ পাত্তা না দেন, সেই আবেদন জানায় আইআরসিটিসি। পদবি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, রেলের ই-টিকিট কাটতে সমস্যায় পড়ছেন মানুষ, এমন যে খবর সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ায়, তা একেবারেই সত্যি নয় বলে জানালো আইআরসিটিসি। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশ এবং নীতি মেনেই আইআরসিটিসি-তে টিকিট কাটতে হচ্ছে। যার অন্যথা হয়নি। ফলে টিকিট কাটার ক্ষেত্রে পদবি নিয়ে যে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে, তাতে যাতে কেউ গুরুত্ব না দেন, সে বিষয়ে সতর্ক করে আইআরসিটিসি। কীভাবে ই-টিকিট কাটতে হবে, সেই নিয়ম ফের প্রকাশ করা হয়েছে আইআরসিটিসি-র তরফে।

টাকা না দেওয়ায় ছেলের হাতে খুন পিতা

বাঁকুড়া, ২৫ জুন (হি. স.) : বাবার কাছে টাকা চেয়ে তা না পাওয়ায় বাবাকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে ছেলে।কুড়ুলের আঘাতে প্রাণ হারালেন বাবা।মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার বড়জোড়ার শিবতলায়। বেকারত্বের যন্ত্রণা যুব সমাজকে দিনদিন যে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম বিশ্বজিৎ বাউরি (৬২)। মৃতের ৩ ছেলে সত্যম, শিবম ও সুন্দরম। ঘাতক মেজে ছেলে শিবমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা যায় বিশ্বজিৎ বাউরির গ্রামের বাড়ি স্থানীয় ভৈরবপুর গ্রামে। একসময় তিনি শিল্পাঞ্চলের একটি কারখানার সামনে খাবারের হোটেল করেন।

নির্মাণ কাজ চলায় হোটেল ভালোই চলত। তার উপার্জন থেকে বড়জোড়ার শিব তলায় জমি কিনে বাড়ি করেন। ৩ ছেলেকেই পড়াশোনাও শিখিয়েছেন। এখানে কাজ না পেয়ে কর্মসূত্রে এক ছেলে ভিন রাজ্যে থাকেন। মেজ ছেলে কুসঙ্গে পড়ে মাদকাশক্ত হয়ে পড়ে। সেই থেকে নিত্য পারিবারিক অশান্তি। এদিন সকালে বিশ্বজিৎ বাউরির কাছে টাকা চায় শিবম। এনিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে। শিবমের ভাই বাবার পক্ষ নিয়ে বলতে গেলে ভাইকে কুড়ুল দিয়ে মারতে উদ্যত হয় শিবম। তখনই বিশ্বজিৎ বাবু বাধা দেন। আচমকা কুড়ুল দিয়ে বিশ্বজিৎ বাবুর মাথায় আঘাত করে শিবম।

ঘটনার পর পুলিশ এসে শিবমকে আটক করে এবং গুরুতর জখম বিশ্বজিৎ বাবুকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ শিবমকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে।

শপথবাক্য পাঠের সময় ওয়াইসির 'জয় প্যালেস্টাইন' স্লোগান, তুঙ্গে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : ১৮ তম লোকসভার সাংসদ হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন আইমিম দলের প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি। শপথবাক্যে দেশের নাম না নিলেও প্যালেস্টাইনের জয়গান করলেন ওয়াইসি।

হায়দরাবাদের সাংসদ শপথগ্রহণের শেষদিকে, "জয় প্যালেস্টাইন" স্লোগান দেন। সংসদে শপথবাক্য পাঠ করার পর ওয়াইসি স্লোগান তোলেন, 'জয় ভিম, জয় মিম, জয় তেলেঙ্গানা, জয় ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন), আল্লাহ হু আকবর'। হায়দরাবাদের সাংসদ ওয়াইসি-র জয় প্যালেস্টাইন স্লোগান নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE-JRN/PWD/2024-25
Dated:18-06-2024

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 19-07-2024 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 06/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DD)/BRIDGE/2023-24	₹. 4,60,20,112.00	₹. 9,20,402.00	720 Days	Appropriate Class
2	DNIeT No: CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/ 12/2024-25	₹ 7,86,57,921.00	₹ 15,73,158.00	360 Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 19-06-2024 to 19-07-2024. Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 19-07-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 19-07-2024 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: item No. 01 Rs. 8,000 each, &: item No. 02 Rs. 10,000 each (Non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/452/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

Prof. (Dr.) Manik Saha
CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

MESSAGE

The International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, also known as the **'World Drug Day'**, is celebrated on 26th June every year to strengthen global action and cooperation to achieve the goal of an international society, free of drug abuse.

The Government of India has also adopted a vision for a **"Drug Free India"** and **"Nasha Mukt Bharat Pakhwada"** from 12th June to 26th June, 2024.

The Theme "Drug Free India" aims at combating misinformation and promotes sharing the facts on drugs. The objective is to save people from health risk and to provide solutions to tackle the world drug problem on the basis of evidence-based prevention, treatment and care.

The State Government is fully committed to eradicate drug menace and so the 'Nasha Mukt Tripura' (Drug Free Tripura) campaign was launched in 2018. As a part of this campaign, Tripura Police in coordination with other sister agencies, has been actively involved in checking drug trade and taking action against criminals involved including the consumers, sellers, possessors, transporters, cultivators, importers and exporters of drugs.

As a part of **"Nasha Mukt Tripura"** campaign, during the last one year from May 2023 to May 2024, Tripura Police in coordination with other sister agencies, has seized large amount of ganja, heroin, good numbers of cough syrup and tablets. A huge number of ganja seedlings, plantations were destroyed. In this connection, 704 cases have been registered in different Police Stations of the State coupled with arrest of 1266 persons. In addition, properties including vehicles of drug traffickers worth seven crores have also been attached to deprive the drug criminals from enjoying the proceeds of crime.

Tripura Police is also trying to take the parents and neighbours of previous drug addicts into confidence which has brought in several successes for the police in its fight against drug trade. We urge all the peace-loving citizens of Tripura to extend full cooperation to the Tripura Police in its fight against drug menace.

Moreover, the State Government has undertaken alternative source of livelihood programmes in the areas where cannabis cultivation is rampant.

Let us join hands and work to tackle the World Drug menace which is a serious threat to the physical and social health of the society. Jai Hind !

25/6/2024

ICA/D-370/24

[Prof. (Dr.) Manik Saha]

PNIe-T No.:- 04/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25
Dated. 20 -06-2024.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

1. Name of work:- Mtc. Tilthai-Anandabazar road from Ch.2.50Km to 4.00Km under Jubarjnagar R.D. Block within PWD (R&B)
Panisagar Sub-Division during the year 2024-25/SH: Patch WBM, Grouting, carpeting, Seal coat etc.
DNIT No.: 11/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25. Earnest Money:- Rs.48,034.00
Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
Estimated Cost: Rs.24,01,719.00 Bid Fee: Rs.1000.00

2. Name of work:- Mtc of Jur culvert to Lalcherra road and lalcherra katauni road under PWD (R&B) Panisagar Sub
Division during the year 2024 25/ SH: Earthwork, Protection work etc.
DNIT No.: 12/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Earnest Money:- Rs.13,987.00
Time for completion:- 60 (Sixty) Days
Estimated Cost: Rs.6,99,359.00 Bid Fee:- Rs.1000.00

Name of work:- FDR of (i) Nowagang Jalabassa road (ii) Dhupirband school road (iii) Thangnang Bari road (iv) Hatir dayal road (v) Jarulmura road and (vi) Zaithang road (Vii) Anandabazar to Sefaicherra road via Jiban Tripura School (viii) Vitorgul road under PWD (R&B) Panisagar Sub Division during the year 2024 25/ SH: Protection work, Land slide clearence and supplying and placing of mixed class bats etc. Gr.II.. DNIT No.: 13/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Estimated Cost: Rs.24,23,292.00 Earnest Money:- Rs.48,466.00
Bid Fee:- Rs.1000.00
Time for completion:- 90 (Ninety) Days

Name of work:- FDR of (i)Tinghoria road (ii) Jalabassa-Indurail road (iii)west Panisagar road (iv) NH-08 to Chandrahalam para (v) Panisagar Jalabassa road (v)Bilthai to sailenbari road and other roads under PWD (R&B) Panisagar Sub Division during the year 2024 25 SH: Protection work, land slide clearence and supplying and placing of mixed class bats etc. Gr.I.
DNIT No.: 14/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Earnest Money:- Rs.47,759.00
Time for completion:- 90 (Ninety) Days
Estimated Cost: Rs.23,87,970.00 Bid Fee: Rs.1000.00

Name of work:- FDR/ Mtc of different roads under Kadamtala & Kalacherra Block within the jurisdiction of PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala /SH:-Protection of embankment by sand bag, landslip clearing, palasiding, kutccha drain etc during the year 2024-25.
DNIT No.: 15/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Earnest Money:- Rs.48,538.00
Time for completion:- 90 (Ninety) Days.
Estimated Cost: Rs.24,26,895.00 Bid Fee:- Rs.1000.00

Name of work:- FDR/ Mtc of different roads under Kadamtala Block within the jurisdiction of PWD (R&B) Sub- Division Kadamtala /Sh:- Renovation of existing damaged spun pipe culvert near Kalagangerpar HS School under Kadamtala R.D block during the year 2024-25.
DNIT No.: 16/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Earnest Money:- Rs.42,360.00
Time for completion:- 90 (Ninety) Days
Estimated Cost: Rs.21,18,005.00 Bid Fee:- Rs.1000.00

Name of work:- Maintenance of PWD Black top road Kadamtala to Julaibasa /SH: Patch repairing by metaling, grouting, carpeting, sand seal coat etc. (L=2.50 km) during the year 2024-25.
DNIT No.: 17/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Earnest Money:- Rs.48,528.00
Time for completion:- 60 (Sixty) Days
Last date & time for online Bidding: 11-07-2024. upto 3:00 PM.
Estimated Cost: Rs.24,26,383.00 Bid Fee: Rs.1000.00
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/462/24

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল প্রার্থীদের জানানো যাইতেছে যে, পরিবহন দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি ICA/C/5320/24, dated ১৬.০৩.২০২৪ মূলে যে সকল প্রার্থী নতুন ধোঁয়া পরিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, আগামি ২৮।০৬।২০২৪ ইং তারিখে সকাল ১১-৩০ মিনিটে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই এবং খোয়াই জেলার প্রার্থীদের এবং ২৯।০৬।২০২৪ ইং তারিখে সকাল ১১-৩০ মিনিটে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, গোমতি এবং দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা প্রার্থীদের এক ইন্টারভিও নেওয়া হইবে।

অতএব, সকল আবেনদকারীদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন উক্ত দিনে সকল বৈধ কাগজপত্র ও এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ পরিবহন ভবনের নতুন বিল্ডিং(আস্তাবল ময়দানের পূর্ব দিকে স্পোর্টর্স কাউন্সিল বিল্ডিং) ভবনে উপস্থিত থাকেন।

ICA/C/363/24

আদেশানুসারে
জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার
পরিবহন দপ্তর, আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।
যোগাযোগ- ০৩৮ ১-২৩২-৪৬১

e-PNIT No.: 02/EE-V/AGT/PWD(R&B)/24-25
Dated 19th June,2024

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1.Name of work:- Mtc. of road from by-pass (starting from Sunil Roy house) to Rabindra nagar AWC and also other roads under Jurisdiction of Central -VI Sub-Division, PWD(R&B) under AMC Ward No.51 during the year 2024-25 / SH:- Patch soling, Patch Metalling, grouting, patch Carpetting, including mtc. of Road side drain and other allied works.
Estimated Cost: Rs. 24,26,167.38, Bid Fee: Rs. 1,000.00 2. Name of Work:- Mtc. of road from Railway bridge at Subhash Nagar School to Trijunction near Railway Bridge at Bankumari (H/O Alok Roy Choudhury at Renters Colony) to H/O of Ankur Chakraborty under Jurisdiction of Central -VI Sub-Division, PWD(R&B) under AMC ward no:42 and allied road under ward no:41 and 42 during the year 2024-25/SH: Patch soling, metalling, Grouting, Carpetting, RCC drain etc
Estimated Cost: Rs. 24,24,236.65, Bid Fee: Rs. 1,000.00
3. Name of Work:- Mtc. of different roads under the Jurisdiction of Central -VI Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2024-25/SH: Patch soling, metalling, repair to pot holes, PMC, paver block, drain mtc, etc.
Estimated Cost: Rs. 24,21,759.51 Bid Fee: Rs. 1,000.00
4. Name of work:- Mtc. of road from C.M Setu end to AMC Ward No.41 via United Club and allied road under AMC Ward no. 41 under the Jurisdiction of Central -VI Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2024-25/SH: Patch soling, metalling, grouting, carpeting,RCC drain etc.
Estimated Cost: Rs. 24,16,168.01, Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 10.07.2024 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
1CA/C-442/24

[Er.M.Kapali]
Executive Engineer Agartala
Division No. V, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাঁচ সব্জি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রতি দিনের খাদ্যতালিকায় রাখলেই কমবে ওজন

ওজন কমাতে শরীরচর্চা শুরু করেছেন? তার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া নিয়ম মেনে না করলে কিন্তু ফল হবে শূন্য। তেল-মশালাদার জাঙ্ক ফুড খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতেই হবে। বদলে রাখতে হবে এমন কিছু সব্জি, যা ওজন কমাতে সাহায্য করবে। প্রতিদিনের খাবারে শাকসব্জি থাকা জরুরি, বলছেন পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসকেরা।

কিন্তু কোন সব্জি ওজন কমাতে সাহায্য করবে, তা জেনে নিন।

লাউ- লাউয়ের রস খুব উপকারী। মা-ঠাকুরমারা বলেন, লাউ খেলে পেট ঠান্ডা থাকে। এতে ক্যালোরির পরিমাণ বেশ কম। পাশাপাশি, এতে থাকে প্রচুর জল। "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফুড সায়েন্সেস অ্যান্ড নিউট্রিশন"-এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, জল ও ফাইবার সমৃদ্ধ এই সব্জিটি খেলে পেট ভরে যায়। অথচ সেই অর্থে ক্যালোরি যায় না শরীরে। যার ফলে ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

ফুলকপি

কম ক্যালোরি ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের তালিকায় রয়েছে ফুলকপিও। শীতের এই সব্জি এখন বছরভরই মেলে। এতে থাকে "ইন্ডোল" নামে একটি রাসায়নিক উপাদান, যা বিভিন্ন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রেখে মেদ কমাতে সাহায্য করে।

গাজর

ভিটামিনে ভরপুর গাজর চোখ ভাল রাখে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে পরিপূর্ণ গাজরে ক্যালোরির পরিমাণ খুব কম। ফাইবারও থাকে এতে। স্যালাড থেকে রান্না করা সব্জির তালিকায় গাজর রাখলে পেট ভরলেও, শরীরে ক্যালোরি সে ভাবে যাবে না। নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে ওজন।

করলা

তেতো স্বাদের জন্য এই সব্জি অনেকে অপছন্দ করলেও, ভালওবাসেন অনেকে। শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এই সব্জি কার্যকরী। গবেষণা বলছে, করলা শরীরের মেদ কমাতে সহায়ক। বিশেষত পেটের। এ ছাড়াও রয়েছে এর নানা উপকারিতা।

শসা

স্যালাড হিসাবেই শসা খাওয়ার চল সবচেয়ে বেশি। এতে প্রচুর জল থাকে। কম ক্যালোরির এই সব্জি খেলে সহজেই পেট ভরে যায়। সে কারণে ওজন কমানোর জন্য প্রতিদিনের ডায়েটে শসা রাখা যায়।

উদ্বেগও বাধ মানছে না? এক গ্লাস উষ্ণ জলে মিলবে সুরাহা

সকালে খালি পেটে চা, কফি খাওয়া মোটেই ভাল নয়। তাই বিকল্প হিসাবে অনেক সময়ে ঈষদুষ্ণ জল খান। তবে, পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঈষদুষ্ণ জল খাওয়ারও অনেক উপকার রয়েছে।

সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও অনেকেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন না। বাড়তে থাকা মানসিক চাপ ঘুমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উল্টোপাল্টা খাবার খেয়ে পেটের সমস্যা হলেও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। আবার, ঘন ঘন আবহাওয়া বদলে নাকবন্ধ হয়ে গেলেও ঘুম আসতে চায় না। অনেক সময়ে শরীরে জলের অভাব হলেও ঘুমের মধ্যে পেশিতে টান ধরে। দ্রুত জলের ঘাটতি পূরণ করা থেকে উপরে লেখা সমস্ত অসুখের পথ্য হল এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জল।

রাতে শোয়ার আগে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জল খেলে আর কী কী উপকার পাওয়া যায়?

১. হজম ভাল হয়

হজম সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে, রাতে খাবার খাওয়ার আধ-এক ঘণ্টা আগে উষ্ণ জল খাওয়ার পরামর্শ দেন অনেকে। খাবার খাওয়ার আধ ঘণ্টা পরেও উষ্ণ জল খেতে পারেন। গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপা কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কমে।

২. মানসিক চাপ কমে

ঘরে-বাইরে কাজের চাপ, ব্যক্তিগত জীবনে টানাপড়েনের কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ বাড়তেই পারে। রাতে শোয়ার আগে যদি এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে চুমুক দিতে পারেন, সেই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩. বিপাকহার ভাল হয়

ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনা সব কিছুর জন্য বিপাকহার ভাল রাখা প্রয়োজন। রাতে শোয়ার আগে নিয়ম করে রোজ ঈষদুষ্ণ জল খেতে পারলে বিপাকহার ভাল হয়।

কাঁচা আমের ইলিশ রেসিপি

বর্ষায় প্যাচপ্যাচে জল-কাদা পেরিয়ে, থলে হাতে বাজারে যাওয়ার কারণ তো একটাই। ইলিশ! দিন কয়েক আগে ডায়মন্ড হারবারে টন টন ইলিশ ওঠার খবর পাওয়া গিয়েছিল। মাছের আড়ৎ ঘুরে এত দিনে নিশ্চয়ই পাড়ার বাজার সে সব মাছ ঢুকে পড়েছে। যদিও এখন খুঁজলে সারা বছরই ইলিশ পাওয়া যায়। কিন্তু, ভরা বর্ষায় টাটকা মাছ খাওয়ার মজাই আলাদা। ইলিশের টক, ভাপা, পাতুরি, দই ইলিশ, ইলিশ-বেগুনের ঝোল, সর্ষে দিয়ে ঝাল... আরও কত কী! নাম শুনেই জিভে জল আসার উপক্রম। কিন্তু কাঁচা আম দিয়ে কখনও ইলিশ খেয়ে দেখেছেন কি? একটু অন্য স্বাদের মাছের টক-ঝাল পদ চেখে দেখতে চাইলে রেঁধে ফেলতে পারেন আম-ইলিশ। কী ভাবে বানাবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ ৫-৬টি ইলিশ মাছের টুকরো ১টি কাঁচা আম
আধ কাপ সর্ষের তেল
আধ চা চামচ কালোজিরে
৩-৪টি কাঁচালঙ্কা
২ টেবিল চামচ কালো সর্ষে বাটা
২ টেবিল চামচ রাই সর্ষে বাটা
আধ চা চামচ গুঁড়ো হলুদ
আধ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
পরিমাণ মতো নুন

প্রণালী প্রথমে ইলিশ মাছ ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করতে দিন। কালোজিরে এবং কাঁচালঙ্কার ফোড়ন দিয়ে কাঁচা আমের টুকরো নাড়াচাড়া করে নিন। তার পর কড়াইতে দিয়ে দিন পরিমাণ মতো নুন, হলুদ এবং লঙ্কা গুঁড়ো। আবার কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। তার পর ছাঁকনিতে ছেঁকে কড়াইতে দু'রকম সর্ষে বাটা দিয়ে দিন। তবে, খোসা-সহ সর্ষেবাটা দিলে কিন্তু তিতকুটে লাগতে পারে। এ বার ঝোল খানিক ক্ষণ ফুটতে দিন। আম তত ক্ষণে সেদ্ধ হয়ে আসবে। একেবারে শেষে নুন, হলুদ মাখানো মাছগুলি দিয়ে দিন। কড়াই ঢাকা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ ফুটতে দিন। নামানোর আগে অল্প সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিলেই কাজ শেষ। সপ্তাহান্তে দুপুরবেলা গরম ভাতের সঙ্গে চেখে দেখুন আম-ইলিশ।

গোড়ালি ফেটে চৌচির? কী কী করলে উপকার পাবেন?

মরসুম বদলের সময়েই পা ফাটে? শীতে তো বটেই, গরমেও পা ফাটার সমস্যা দেখা যায় অনেকেরই। পায়ের যত্নের অভাব এবং কম পুষ্টির কারণে এই সমস্যা হয়। সুন্দর করে সাজগোজ করলেন, কিন্তু পায়ে কালচে ছোপ বা ফাটা গোড়ালি পুরো সাজটাই মাটি করে দিতে পারে। খালি পায়ে হাঁটতে হলে বা জুতো খুলে বসার সময়ে লজ্জায় পরতে হয়।

ত্বক চিকিৎসকেরা বলছেন, গরমে শুষ্কতার কারণে পায়ের গোড়ালি ফাটারও সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় রাসায়নিক দ্রব্য বা অত্যধিক সাবান ব্যবহারের ফলেও কিন্তু হাত বা পায়ের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। তা ছাড়া কেমন জুতো পরছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মুখের বা চুলের যতটা যত্ন নিই, পায়ের ততটা নিই না। ফলে পা অবহেলিতই থেকে যায়। জেনে নিন, ঘরোয়া উপায়ে পায়ের যত্ন কী ভাবে নেবেন। ১) নিয়মিত স্ক্রাব করুন-গোড়ালি থেকে ময়লা পরিষ্কার করা খুব জরুরি। এর জন্য রোজ স্নানের সময়ে "স্ক্রাবার" দিয়ে গোড়ালি ঘষে পরিষ্কার করুন। এতে গোড়ালি ফাটার সমস্যা কমবে।

২) পেট্রোলিয়াম জেলি খুব কার্যকরী উষ্ণ গরম জলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। তার পরে পা শুকনো করে মুছে ভাল করে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিন। রাতে ঘুমনোর আগে পায়ে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিলে, সকালে দেখবেন পায়ের ত্বক অনেক নরম হয়েছে।

৩) অ্যালো ভেরা জেল- অ্যালো ভেরা জেল ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। ফাটা গোড়ালিতে নিয়ম করে অ্যালো ভেরা জেল লাগালে খুব দ্রুত পা ফাটার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন। অ্যালো ভেরা জেল ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে এর সঙ্গে মধু মিশিয়েও লাগাতে পারেন। তবে তার আগে পা উষ্ণ গরম জলে ধুয়ে, শুকনো করে মুছে নেবেন। ৪) কলার মাস্ক- বাড়িতে পাকা কলা, মধু আর এক চামচ ওট মিশিয়ে মাস্ক বানিয়েও লাগাতে পারেন। এতে যেমন গোড়ালি কোমল হবে, তেমনই পায়ের ব্যথাও দূর হয়ে যাবে। এই মাস্ক লাগিয়ে ১০ মিনিট ম্যাসাজ করুন। এতে পায়ে রক্ত সঞ্চালন ভাল হবে। তবে এই মাস্ক কিন্তু ১৫ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলতে ভুলবেন না।

৫) নারকেল তেল- ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভাল করে পায়ের পাতায়, গোড়ালিতে নারকেল তেল ম্যাসাজ করুন। সকালে উঠে দেখবেন পা অনেক নরম হয়েছে।

৬) ভিনিগার- অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ত্বকের জন্য খুবই ভাল। হাফ বালতি জলে দু'চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে, সেই বালতিতে পা ডুবিয়ে রাখুন মিনিট ২০। উপকার পাবেন খুব তাড়াতাড়ি।

চোখের কালি মেকআপ দিয়ে কী ভাবে তা ঢাকা দেবেন?

বহু বার "রিল" দেখে মেকআপ প্রসাধনীর সাহায্যে চোখের তলার কালি ঢাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ডাল, তরকারি, উচ্ছে ভাজা, মাছের ঝোল এবং চাটনি একসঙ্গে মিশে গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ দিকে, দিনের বেশির ভাগ সময়ে ল্যাপটপ কিংবা ফোনের পর্দায় চোখ রাখতে হয়। মুখে বললেও "স্ক্রিন টাইম" কমাতে পারেন না। তার উপর রাত জেগে থাকার অভ্যাস তো আছেই। এই সবের ফল হল চোখের নীচে কালি। নামী-দামি ক্রিম থেকে ঘরোয়া টোটকা, টি-ব্যাগ কোনও কিছুতেই সুরাহা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত মেকআপ প্রসাধনীর শরণ নিতে হয়েছে।

দোকানে গিয়ে কিংবা অনলাইনে ভাল-মন্দ বিচার করে বেশ কয়েকটি প্রসাধনী তো কিনে ফেলাই যায়। কিন্তু পেশাদার রূপটান শিল্পীদের মতো চোখের মেকআপ করা কি এতই সহজ? কার পর কোনটা মাখতে হবে, কত ক্ষণ রাখতে হবে, সে সব গোপন সূত্রের হদিস রইল এখানে।

১) ফোলা ভাব কমাতে প্রথমে চোখের চারপাশে "আইস প্যাক" বুলিয়ে নিন। বরফের ঠান্ডা সহ্য করতে না পারলে ফ্রিজে রাখা টি-ব্যাগও ব্যবহার করতে পারেন। কিছু ক্ষণ চোখের উপর রাখার পর হালকা করে আঙুল দিয়ে মাসাজ করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে চোখের চারপাশে জমে থাকা ফ্লুইড সরে যাবে। ফোলা ভাব অনেকটাই কমবে।

২) চোখের চারপাশ যে হেতু খুব স্পর্শকাতর হয়, তাই মেকআপ করার আগে ভাল মানের "আই ক্রিম" ব্যবহার করা জরুরি। তাতে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকে। চোখ কিংবা ঠোঁটের চারপাশে বলিরেখা দেখতে পেলে বুঝতে হবে ত্বকে আর্দতার অভাব হচ্ছে।

৩) চোখের কালচে ছোপের উপর কিন্তু ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা যাবে না। তা হলে কালচে ছোপ বড়জোর ধূসরে পরিণত হবে। এই ছোপ ঢাকতে কমলা বা পিচ রঙের কারেক্টর ব্যবহার করেন পেশাদার রূপটান শিল্পীরা। খুব সামান্য পরিমাণে কারেক্টর নিয়ে ব্রাশের সাহায্যে চোখের কালির উপর বুলিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্রসাধনীর স্তর যেন খুব পুরু না হয়। ৪) কারেক্টর ব্যবহার করার পর কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যাতে তা পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। এ বার ত্বকের রঙের সঙ্গে মানিয়ে কনসিলার বেছে নিন। চোখের তলায় অর্থাৎ কমলা রঙের কারেক্টর দেওয়া অংশটিতে প্রয়োজন মতো কনসিলার দিয়ে অংশটি পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে হবে। কনসিলার মাখার পরেও তা শুকোনোর জন্য বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

৫) এ বার ফাউন্ডেশন দেওয়ার পালা। চোখের তলার কালি ঢাকতে যে দু'টি প্রসাধনী ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে, তবেই ফাউন্ডেশন মাখা যাবে। ত্বকের রঙের সঙ্গে মানিয়ে চোখের তলায় বিন্দু বিন্দু ফাউন্ডেশন দিন। ভেজা মেকআপ ব্লেন্ডারের সাহায্যে ফাউন্ডেশন ত্বকে মিলিয়ে দিতে হবে। অনেকেই আঙুলের সাহায্যে মেকআপ ব্লেন্ড করেন। তবে, পেশাদার রূপটান শিল্পীরা বলছেন, নিঁখুত ভাবে মেকআপ করতে ব্রাশ বা মেকআপ স্পঞ্জ ব্যবহার করাই ভাল। বলিরেখার সমস্যা থাকলে হয়তো একটু বেশিই ফাউন্ডেশন লাগবে। নিজে বুঝে সেই পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে।

৬) মেকআপ সেট করার জন্য সেটিং বা "বানানা" পাউডার ব্যবহার করেন পেশাদার রূপটান শিল্পীরা। তবে, তার আগে চোখের তলায় ব্লটিং পেপার চেপে ধরতে অতিরিক্ত ফাউন্ডেশন, ঘাম বা তেলতেলে ভাব টেনে নিলে তার পর পাউডার দেওয়া যেতে পারে। চোখের অন্য সাজসজ্জা করার আগে চোখের উপর ভাল করে সেটিং পাউডার বুলিয়ে নিন। অতিরিক্ত মনে হলেও ক্ষতি নেই।

৭) একেবারে শেষে কাজল, আইলাইনার, মাস্কারা বা আইশ্যাডো মাখার পর অতিরিক্ত পাউডার ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে নিলেই হবে। চোখ আঁকা শেষ হলে খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। একবারে শেষে ফিক্সিং স্প্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার পর হাওয়ায় শুকিয়ে নিলেই মেকআপ শেষ।

প্লাস্টিকের পাত্রে জল বা খাবার রাখেন তাতে কি ক্ষতি হয় জানেন

প্লাস্টিকের ব্যবহার যতই নিষিদ্ধ করা হোক না কেন, রোজের কাজে সেই প্লাস্টিকই আমাদের হাতে উঠে আসে বিভিন্ন ভাবে। এই দেখুন না, অফিসের টিফিন নেবেন বা সন্তানকে স্কুলে যাওয়ার আগে খাবার দেবেন, সেটিও প্লাস্টিকের বাক্স। যে বোতলে জল খাচ্ছেন, সেটিও প্লাস্টিকের। কাচের বোতল আমরা কমই ব্যবহার করি।

ফ্রিজে সব্জি বা আগের দিনের খাবার রাখতেও সেই প্লাস্টিকের পাত্রই হয়তো ব্যবহার করছেন। মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বাক্স হলে তো কথাই নেই। ফ্রিজ থেকে বার করেই সটান গরম করতে বসিয়ে দেবেন। প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে আমরা দেখছিই না, প্লাস্টিকের কোন বোতল বা কোন পাত্র ঠিক কত দিন ব্যবহারের যোগ্য। আদৌ সব পাত্রে খাবার রাখা সুরক্ষিত কিনা!

খেয়াল করে দেখবেন, প্রতিটি প্লাস্টিকের বোতল বা পাত্রের নীচে ত্রিভুজাকৃতি ছাঁচের মধ্যে কিছু নম্বর লেখা থাকে। সেই নম্বরের নীচে প্লাস্টিকটি কী উপাদানে তৈরি তার নামও লেখা থাকে।

বোতল বা পাত্র উল্টে এটি আমরা কোনও দিনই খেয়াল করি না। অথচ এটিই হল সেই প্রমাণ, যা বলে দেয় পাত্র বা বোতলটি ঠিক কত দিন ব্যবহার করা যাবে। তা হলে চলুন জেনে নেওয়া যাক, এমন পাত্রের ব্যবহারের নিয়ম।

১. বাড়িতে যে প্লাস্টিকের বোতল বা পাত্র আছে, যা ব্যবহার করছেন সেটি উল্টে নীচে দেখুন, ত্রিভুজের মধ্যে কী লেখা আছে। যদি "১" লেখা থাকে আর তার নীচে লেখা থাকে "পিইটি", তা হলে বুঝবেন সেটি পলিইথিলিন টেরেপথ্যালেট প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ, এই প্লাস্টিকের পাত্রগুলি মাত্র একবারই ব্যবহারযোগ্য। একবারের বেশি ব্যবহার করা ক্ষতিকর।

২. পাত্রের নীচে ত্রিভুজের মধ্যে "২" লেখা থাকলে তার অর্থ হল পাত্রটি ঘন, অস্বচ্ছ প্লাস্টিক বা এইচডিপিই (হাই ডেনসিটি পলিইথাইলিন) জাতীয় পলিথিন দিয়ে তৈরি। কাপড় কাচার সাবান, বাথরুম ক্লিনারের বোতল এই জাতীয় প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়। ভুলেও এমন প্লাস্টিকের তৈরি বোতলে জল রাখবেন না বা এমন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পাত্রে খাবার রাখবেন না।

৩. পাত্রটি উল্টে দেখুন যদি ত্রিভুজের মধ্যে লেখা থাকে "৩" ও "পিভিসি" তা হলে জানবেন, সেটি পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। খাবারের শক্ত মোড়ক বা রান্নার তেলের পাত্র এই জাতীয় পলিথিন দিয়ে তৈরি করা হয়। আবার জলের পাইপেও এই ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহৃত হয়। এই প্লাস্টিক পোড়ে না। বেশি দিন ব্যবহার করলে এর থেকে ক্ষতিকর ডাই অক্সিন বার হয় যা শরীরে জন্য ক্ষতিকর। এক বারের বেশি এগুলি ব্যবহার করা মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

৪. পাত্রের নীচে যদি "৪" লেখা থাকে তা হলে এই ধরনের পাত্র এলডিপিই (লো-ডেনসিটি পলিইথাইলিন) জাতীয় প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। জলের বোতল, প্রক্রিয়াজাত খাবার, শপিং ব্যাগ এই ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়। এই ধরনের পাত্রে একাধিক বার পানীয় জল বা খাবার রাখা যেতে পারে। তবে সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৫. বোতল বা পাত্রের নীচে ত্রিভুজের মধ্যে "৫" লেখা থাকার অর্থ হল, এগুলি পলিপ্রপাইলিন (পিপি) দিয়ে তৈরি। এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করা নিরাপদ। সসের বোতল, জলের বোতল বা সিরাপের বোতল এই জাতীয় পলিথিন দিয়ে তৈরি। গরম খাবার রাখার জন্যও এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হয়।

৬. ত্রিভুজের মধ্যে "৬" লেখা থাকলে বুঝবেন, এই ধরনের পাত্র পলিস্টাইরিন (পিএস) দিয়ে তৈরি। এই জাতীয় প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পাত্রে খাবার গরম করা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ, এই জাতীয় প্লাস্টিক থেকে স্টাইরিন অক্সাইড বেরয়, যা ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই এই ধরনের বোতল বা পাত্র বেশি ব্যবহার না করাই ভাল।

৭. বোতল বা পাত্রে "৭" লেখা থাকলে তার অর্থ হল, এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে এগুলি তৈরি। তিন বা পাঁচ লিটারের বড় জলের পাত্রগুলি এই ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়। সানগ্লাসেও এমন প্লাস্টিক ব্যবহার হয় অনেক সময়ে। এগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সবচেয়ে বেশি লাভজনক তিস্তা প্রস্তাব : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৫ জুন।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশ ও জনগণের জন্য যে প্রস্তাব সবচেয়ে বেশি লাভজনক তা গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, আমরা তিস্তা প্রকল্প নিয়েছি। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চীন ও ভারত আলাদা আলাদা প্রস্তাব দিয়েছে। আমাদের দেশের জনগণের জন্য কোন প্রস্তাবটি অধিক লাভজনক ও উপযোগী হবে সেটাই আমরা গ্রহণ করবো।'

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সাম্প্রতিক দ্বিপাক্ষিক ভারত সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে চীন আমাদের প্রস্তাব দিয়েছে। ভারতও দিয়েছে। আরও প্রস্তাব এসেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, অবশ্যই আমরা বিবেচনা করবো, কোন প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে তা আমার দেশের মানুষের কল্যাণে আসবে সেটাই আমি গ্রহণ করবো। কোন প্রস্তাবটা নিলে কতটুকু ঋণ নিলাম এবং কতটুকু আমাদের পরিশোধ করতে হবে, কতটুকু দিতে পারবো-এসব কিছু বিবেচনা করেইতো আমাদের করতে পরিকল্পনা নিতে হবে।

সরকার প্রধান বলেন, সে ক্ষেত্রে ভারত যেহেতু বলেছে তারা করতে চায় এবং টেকনিক্যাল গ্রুপ বানাবে, তারা অবশ্যই আসবে। আমরা যৌথভাবে সেটা দেখবো। চীন একটা সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। ভারতও একটা করবে এবং এটার পর আমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও লাভজনক মনে হবে আমরা সেটাই করবো।

শেখ হাসিনা বলেন, যেহেতু ভারতের কাছে আমাদের তিস্তার পানির দাবিটা অনেক দিনের সেক্ষেত্রে ভারত যদি আমাদের তিস্তা প্রকল্পটি করে দেয় তবে আমাদের সব সমস্যারই সামাধান হয়ে যায়। তাহলে সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হলো-আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখেন।

তিনি বলেন, কাজেই ভারত যখন এগিয়ে এসেছে আমরা এটাই মনে করি যে ভারতের সাথে যদি আমরা এই তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করি তাহলে আমার দেশের পানি নিয়ে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হবে না। আমরা সেই সুবিধাটা পাব।

প্রধানমন্ত্রী দেশের জাতির পিতার দিয়ে যাওয়া পররাষ্ট্র নীতি 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়,' এর প্রসঙ্গ টেনে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমিতো এখানে কোন সমস্যা দেখি না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন আমাকে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে যাবার দাওয়াত দিলেন, আমরা গেলাম। তারপর তিনি রাষ্ট্রীয় সফরের দাওয়াত দিলেন, সে সফরও করে আসলাম। চীন আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আমি চীনে যাব। আমার বাংলাদেশ সার্বভৌম দেশ এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়েই আমি চলবো। কার কি সমস্যা সেটা তাদের সঙ্গে থাক আমার নয়, আমার দেশের মানুষের কতটুকু উন্নতি করতে পারি সেটাই আমার লক্ষ্য।

ভারত বাংলাদেশের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তারাও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ২১ ও ২২ জুন নয়াদিল্লি সফর করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও জাতীয় সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফরউল্লাহ, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান ও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মো. নাঈমুল ইসলাম খান সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে।

তিনি বলেন,সমস্যা থাকলে সমাধানও আছে। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ২০২৬ সালের শেষ হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি চুক্তিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন নাও করা হয় তাহলেও তা অব্যাহত থাকবে।

তিস্তা ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে ভারত সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আপত্তি উত্থাপন সংক্রান্ত অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। কেননা এটা তাদের (ভারত) অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এবং প্রধানমন্ত্রী নেরেন্দ্রে মোদী এবং মূখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো, আবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও। অন্যান্য সব দলের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভালো। ভারতের দল মত নির্বিশেষে সবার সঙ্গে আমার একটা সুসম্পর্ক আছে।

বাংলাদেশের ভেতরে দিয়ে ভারতের রেল চলাচলের সুযোগ দেওয়ার নামে দেশকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটা দেশের মধ্যে অন্য দেশের ট্রানজিট দিলে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, রেল যেগুলো বন্ধ ছিল (ভারতের সঙ্গে) সেগুলো আস্তে আস্তে খুলে দিচ্ছি। অর্থনীতিতে এটা বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশে কী চারদিকে দরজা বন্ধ করে থাকব? ইউরোপের দিকে তাকান সেখানে কোনো বর্ডার নেই। সেখানে কী এক দেশ আরেক দেশের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে?

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। মুক্তিযুদ্ধ করে এ দেশ আমরা স্বাধীন করেছি। যারা সমালোচনা করে তাদের জানা উচিত, একটি মাত্র মিত্র শক্তি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে এ দেশ স্বাধীন করেছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে ট্রেনিং পেয়েছে। পৃথিবীতে যারা মিত্র শক্তি, যারা যুদ্ধে সহযোগিতা করে, তারা কিন্তু ওই দেশ ছেড়ে কোনদিন ফেরত যায়নি। এখনো জাপানে আমেরিকান সৈন্য, জার্মানিতে রাশিয়ান সৈন্য রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ দেখলে সে দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সেখানে ভারত কিন্তু ব্যতিক্রম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত মিত্র শক্তি হিসেবে আমাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু, যখনই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছেন তারা (ভারতের সৈন্য) দেশে ফেরত যাক, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন এবং তাদের ফেরত নিয়ে গেছেন। এরপরও যারা বলে ভারতের কাছে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে? সে বিক্রিটা হয় কিভাবে? সেটাই আমার প্রশ্ন। আসলে যারা এটা বলে তারা নিজেরাই ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে আছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দেখেছি, যখনই মিলিটারি ডিক্টেটররা (সামরিক স্বৈরাচার) ক্ষমতায় এসেছে- জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া, তারা ওপর দিয়ে ভারত বিরোধী কথা বলেছে, আর ভারতে গিয়ে সেখানে পা ধরে বসে থেকেছে। এগুলো আমার নিজের দেখা, জানা। কাজেই এ ধরনের কথা বলার কোন অর্থ হয় না।

'ছোট ভূখন্ডের হলেও আমরা স্বাধীন ও স্বার্বভৌম দেশ' উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং স্বকীয়তা বজায় রেখে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই আমরা কাজ করছি। আজকে আমরা এই যে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সব খুলে দিলাম তাতে সবথেকে বেশি লাভবান হবে আমাদের দেশের মানুষ। তাদের যোগাযোগ করতে হয়, যেতে হয়। চিকিৎসার জন্য যায়, পড়াশোনার জন্য যায়, অন্যান্য কাজে যায়, হাট-বাজার করতে যায়, আজমীর শরিফসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা যাতায়াত করে। সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটাওতো আরো উন্মুক্ত হবে।

তিনি বলেন, জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা এ দেশ বিক্রি করে না। কারণ, আমরা এদেশ স্বাধীন করেছি এটা তাদের মনে রাখা উচিত। আর যে কষ্টটা আমরা ভোগ করেছি সেটা আমরা জানি। যারা বিক্রির কথা বলছে তারা '৭১ পাকিস্তানের দালালি করেছে বলেও তিনি সন্দেহ ব্যক্ত করেন।

এ সময় ভারতের ভেতর দিয়ে এনার্জি ট্রানজিট তৈরী করে নেপাল ও ভূটান থেকে জলবিদ্যুৎ নিয়ে আসার সরকারের উদ্যোগের জন্য সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর এ দুটি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ভারত সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে।

তিনি বলেন, এই সফর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরো বলেন, তাঁর সরকার আরও ৭টি বর্ডার হাট করবে এবং কানেকটিভির উন্নয়নে বিবিআইএন করেছে এবং এখন যেতে খুব একটা সমস্যা হয় না, অনেকেই কিন্তু যাতায়াত করছে।

চন্দ্রবোড়া (রাসেল ভাইপার)সাপের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়া সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

যুক্তরাজ্য সুপ্রিম কোর্টের যুদ্ধাপরাধী চৌধুরী মইনুদ্দিনের বন্দি বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার আমরা তা নিচ্ছি। ড় ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের মামলাসহ সমসাময়িক নানা প্রশ্নেরও উত্তর দেন তিনি।

বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর ফল উৎসব

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৫ জুন।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবছর ফল উৎসব আয়োজন করে আসছে। এই উৎসবে দেশীয় ফলের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেন, বিপিজেএ এর ফল উৎসব আয়োজন প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের সাংবাদিক লাউঞ্জে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'ফল উৎসব-২০২৪' এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার মো: শামসুল হক টুকু এমপি, চীফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী এমপি, হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি ও হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি উপস্থিত ছিলেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ফল উৎসবে দেশের ফলের প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়। এই ফল উৎসবে বিরল ফলের সমারোহ থাকে। এ সময় স্পীকার ফল উৎসবের আয়োজন করার জন্য পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজেএ) সভাপতি হারুন আল রশীদের সভাপতিত্বে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মশিউর রহমান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এমপি। দেশীয় ২৫টি জাতের ফল দিয়ে এই ফল উৎসব সাজানো হয়। এর মধ্যে ছিল আম, জাম, লিচু, লটকন, কাঁঠাল, কলা, ডেউয়া, পেঁপে, তরমুজ, পেয়ারা, আমলকি, আনারস, জামরুল, ড্রাগন ফল ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে বিপিজেএ, বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দসহ সংসদ বিটের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বদ্রীনাথ ধামের প্রসাদ নিয়ে মোদীর দরবারে ধামি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): ১৮তম লোকসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়দিনে মঙ্গলবারও সরগরম দিল্লি। ঠিক সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাড়িতে দেবতার প্রসাদ নিয়ে হাজির হলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে এসে মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ধামি। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ফুলের তোড়া। শুধু তাই নয়, মহেষু দেবতা মন্দিরের একটি ছবি এবং বদ্রীনাথ ধামের প্রসাদও তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর এই সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

প্রসঙ্গত, শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই নয়, আমজনতার সঙ্গেও বিভিন্ন অভিনব উপায়ে জনসংযোগ করার ব্যাপারে বেশ সুনাম আছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির। মাঝেমধ্যেই তাঁকে জনসংযোগ করতে দেখা যায় বিভিন্নভাবে। কয়েকদিন আগেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নৈনিতালে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ করেন ধামি। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা বানান। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা। এরপর একটি শিশু হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ শিশু ও তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, এরপর একটি ফুটবল মাঠে গিয়ে বাচ্চা এবং বড়দের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ফুটবল খেলেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে একদা হকি খেলতেও দেখা গিয়েছে।

বাড়িতে আগুন, ভোররাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৪

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): মঙ্গলবার ভোররাতে বাড়িতে আগুন লেগে প্রাণ গেল পরিবারের চার সদস্যের। ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে গেল চারটি প্রাণ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির প্রেম নগর এলাকায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোররাতে দিল্লির প্রেম নগর এলাকায় একটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। সময় তখন সাড়ে ৩টে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই। কোনওভাবে আগুন লেগে যায় ওই বাড়িতে। অগ্নিকাণ্ডের খবর মিলতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রনে এনে বাড়ির ভিতর থেকে চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে। যদিও ওই বাড়িতে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

পোর্শে কাণ্ডে অভিযুক্ত কিশোরকে মুক্তির নির্দেশ আদালতের

মুম্বই, ২৫ জুন (হি. স.): জামিন পেলেন পুণে পোর্শে কাণ্ডে অভিযুক্ত কিশোর। মঙ্গলবার তাকে জামিন দিয়েছে বোম্বে হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ওই নাবালককে হেফাজতে রাখা বেআইনি। অভিযুক্ত কিশোরের কাকিমার জমা দেওয়া পিটিশনের ভিত্তিতে তাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশ, ওই নাবালককে সরকারি হোমে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মুক্তি পেলেও মনোবিদের কাছে নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের জন্য উপস্থিত হতে হবে তাঁকে।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় পার্টি থেকে ফিরছিল অভিযুক্ত। পুণে শহরের কল্যাণী নগরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই বাইক আরোহীকে পিষে দেয় তার বিলাসবহুল পোর্শে গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। এর পরই অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। উল্লেখ্য, শুরু থেকেই এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে নানা বিতর্কের জন্ম হয়েছে। চালকের আসনে আদৌ ওই কিশোর ছিল না বলে দাবি করা হতে থাকে। প্রথমে তার বন্ধুরা জানিয়েছিল, সে মদ্যপ অবস্থাতেও গাড়ি চালাচ্ছিল না। কিন্তু পরে কিশোরের দুই বন্ধু দাবি করে, সে নাকি ২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে গাড়ি চালাচ্ছিল। সেই সময়ই দু' কোটি টাকা দামের বিলাসবহুল ওই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই আইটি কর্মীর। অভিযুক্ত কিশোরের মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে রক্ত পরীক্ষার সময় নমুনা পরীক্ষার। এই ঘটনায় নাম জড়ায় হাসপাতালের দুই চিকিৎসকের। অভিযুক্ত কিশোরের নমুনা বদল করার অভিযোগ ওঠে ওই দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

প্রশ্নফাঁস রুখতে যাবজ্জীবন, এক কোটি টাকা জরিমানার সিদ্ধান্ত যোগী সরকারের

লখনউ, ২৫ জুন (হি. স.) : প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া আইনের পথে উত্তর প্রদেশ। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রশ্নফাঁস রুখতে বিধানসভায় পাশ করা হবে নয়া আইন।

যেখানে এই ধরনের অপরাধে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

জানা গেছে, শীঘ্রই উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় পেশ হবে নতুন এই আইন।

মঙ্গলবার বৈঠকের পর প্রশ্নফাঁস রুখতে নয়া আইনের মঞ্জুরি দেয় উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিসভা। যেখানে বলা হয়েছে, যেকোনও পরীক্ষা বা কোনও শংসাপত্রে জালিয়াতির ঘটনায় অপরাধীদের দু'' বছর থেকে যাবজ্জীবন শাস্তি হবে। পাশাপাশি এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে অপরাধীদের। শুধু প্রশ্নফাঁস নয়, ভুয়ো প্রশ্নপত্র ছড়ানো বা ভুয়ো সেবামূলক ওয়েবসাইট চালানোর মতো অপরাধেও একই শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি যদি কোনওভাবে কোনও পরীক্ষা প্রভাবিত হয় সেক্ষেত্রে যে সংস্থা বা ব্যক্তি সেই ঘটনায় যুক্ত থাকবে তার বা তাদের কাছ থেকে পুরো পরীক্ষার খরচ আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অধ্যাদেশে। এমনকী এমন ঘটনায় জামিন আটকাতেও কড়া ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হয়েছে।

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ক্রোয়াটদের জালে বল পাঠিয়ে শেষ ষোলোয় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা

লাইপজিগে, ২৫ জুন (হি. স.): যে কোন মুহূর্তে ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজবে এমনই একটা অবস্থা। ক্রোয়েশিয়ার ডাগআউটে তখন সবাই তৈরি হচ্ছে মাঠের সতীর্থদের আলিঙ্গনে জড়ানোর জন্য। আর তখনই সব হিসাব পাল্টে গেল। ম্যাচের শেষ আক্রমণ থেকে ক্রোয়েশিয়ার জালে বল পাঠালেন মাত্তিয়া জাকাগনি। হতাশায় মাথা নোয়ালো ক্রোয়াট শিবির। আর উল্লাসে ফেটে পড়ল ইতালিয়ানরা। চলে গেল নক আউট পর্বে।

লাইপজিগে সোমবার রাতে 'বি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ক্রোয়েশিয়া ও ইতালির লড়াই ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। মূল্যবান এই ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে ইতালি। আর ২ পয়েন্ট নিয়ে ক্রোয়েশিয়া তৃতীয় ও ১ পয়েন্ট নিয়ে আলবেনিয়া চতুর্থ হয়ে বিদায় নিল ইউরো থেকে।

জার্মানির লাইপজিগের মাঠে শুরু থেকে অবশ্য দাপট নিয়েই খেলেছে আজ্জুরিরা। কিন্তু সুযোগ নষ্টের জন্য প্রথমার্ধে লিড পায়নি তারা। গোলশূন্য থাকে প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধে শর্ট পাসিংয়ে মিডফিল্ড আর দুই পাশ দিয়ে আক্রমণে যায় মদ্রিচরা। ৫২ মিনিটে তেমনই এক আক্রমণ থেকে পেনাল্টি পায় ক্রোয়েশিয়া। তবে লুকা মদ্রিচের স্পটকিকটা ক্ষীপ্রতার সঙ্গে আটকে দেন গোলরক্ষক দোন্নারুমা।

অবশ্য পেনাল্টি মিসের ৪ মিনিট বাদে অর্থাৎ ৫৫ মিনিটে গোল করে মদ্রিচ এগিয়ে দেন ক্রোয়েশিয়াকে। এই গোল করে এক রেকর্ডের সঙ্গী হন মদ্রিচ। তিনি পোল্যান্ডের ইভিকা ভাসতিচকে পেছনে ফেলে ইউরোর ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক গোলদাতার রেকর্ড গড়েন ৩৮ বছর ও ২৮৯ দিন বয়সি মদ্রিচ। তবে ৮১ মিনিটে বদলি নামা জাকাগনির নাটকীয় গোলটা শেষমেশ হতাশায় ডোবায় ক্রোয়াটদের।

মালয়ালি ভাবাবেগ, কেন্দ্রের অনুমোদন মিললেই কেরল হবে ''কেরলম''

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ জুন (হি. স.): কেরল রাজ্যের নাম এবার বদলাতে চলেছে। বাম শাসিত রাজ্য কেরলের নাম বদলে এবার নতুন নাম হতে চলেছে কেরলম। জানা গেছে, কেরল বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার 'কেরলম'-এ অনুমোদন দিলেই পাল্টে যাবে 'কেরল'।সিপিএমের নেতৃত্বাধীন শাসক জোট এলডিএফের পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ইউডিএফের বিধায়কেরাও সোমবার মালয়ালি ভাবাবেগের কথা জানিয়ে নাম বদলের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।উল্লেখ্য, মালায়লম ভাষায় এই রাজ্যের আসল নাম কেরলম। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় এই রাজ্যের নাম কেরল হয়ে গিয়েছে। সংবিধানের প্রথম তফসিলেও এই রাজ্যের নাম লেখা হয় কেরল। এবার কেন্দ্রীয় সরকার 'কেরলম'-এ অনুমোদন দিলেই পাল্টে যাবে 'কেরল'। প্রসঙ্গত, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' পাল্টে এ রাজ্যের নাম 'বাংলা' করার জন্য বিল পাশ করিয়েছিলেন বিধানসভায়।

দুন এক্সপ্রেসে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ, আক্রান্ত পর্যটকরা

হাওড়া, ২৫ জুন (হি. স.): দুন এক্সপ্রেসে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। ট্রেনের সংরক্ষিত কামরাতে চলল তাণ্ডব। হাওড়াগামী দুন এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল সোমবার। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালে হাওড়া আসার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন পর্যটকরা। যাত্রী সূত্রে খবর, ডাউন দুন এক্সপ্রেস বিহারের উপর দিয়ে হাওড়া আসছিল। সেই সময় বিহারের একটি স্টেশনে এস—৯ সংরক্ষিত কামরায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি উঠে সিটে বসার চেষ্টা করে। সেই সময় সেখানে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা আপত্তি করলে তাঁদের সঙ্গে শুরু হয় কথাকাটাকাটি। অভিযোগ, পরবর্তী স্টেশন আসতেই প্রায় শতাধিক লোক হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে ওই কামরায়। শুরু হয় তাণ্ডব। সেখানে উপস্থিত যাত্রীদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বাদ যায়নি মহিলা থেকে শুরু করে ছোট শিশুও। মাথা ফাটে একাধিক যাত্রীর। পরে রেল পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় বলে জানা গেছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ৮৭ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লুটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি মঙ্গলবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.০৫ ডলার বা ০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮৬.০৬ ডলারে লেনদেন করছে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লুটিআই) অপরিশোধিত ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.০৬ ডলার বা ০.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮১.৬৯ ডলারে লেনদেন করছে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

শর্তসাপেক্ষে বিজেপির স্পিকারকে সমর্থন দিতে রাজি কংগ্রেস: রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): নতুন সরকার গঠনের পর সোমবার সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে। তার পরদিনই এবার স্পিকার পদ নিয়ে সরকার-বিরোধীদের মধ্যে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। লোকসভা স্পিকার পদে এবার এনডিএ জোটের প্রার্থী ওম বিড়লা।

রাহুল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানান, ওম বিড়লাকে যাতে বিরোধীরা সমর্থন করে সেই আর্জি নিয়ে রাজনাথ সিং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ফোন করেন। ফোনে রাজনাথ সিং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বলেন, ইন্ডি জোট যাতে ওম বিড়লাকে সমর্থন করেন, সে বিষয়টি দেখার জন্য। রাজনাথ সিংয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানান মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে সেইসঙ্গে খাড়গে একটি শর্তও আরোপ করেন বলে দাবি রাহুলের। তিনি বলেন, ওম বিড়লাকে স্পিকার পদে তাঁরা সমর্থন করতে রাজি। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার পদে রাখতে হবে বিরোধী দলের কাউকে। যদিও এই বিষয়ে সরকার ও বিরোধীপক্ষের কোনও ঐকমত্য হয়েছে কিনা জানাননি রাহুল।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA,
PHONE: 0381-2325646, 2325507
E-mail: amc tripura@nic.in, amc.tripura@gmail.com
F.No-1(82)/GIS Property tax/e-Gov
/AMC/2023/ 1894-1901 Date 25/6/2024

MEMO

The authority of Agartala Municipal Corporation is pleased to announce that the rebate (10% rebate in Current year property tax) period on GIS based property tax for the fiscal year 2024-2025 has been extended to 31/07/2024. Therefore the citizens of Agartala Municipal Corporation are encouraged for the timely payment of property taxes.

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

প্রক্রিয়া চলছে

● প্রথম পাতার পর

জনগণের যাতে উপকার হয় সে লক্ষ্যে আইজিএমের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করছে স্বাধীন ট্রাস্ট' এর পক্ষ থেকে জানিয়েছে যে, তাদের নিজস্ব হাসপাতাল স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত আইজিএম হাসপাতালকে শুধুমাত্র সাময়িককালের জন্য ব্যবহার করবে সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন যথেষ্ট। এর কারণ হল ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বর্তমানে ১,১৮৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরিষেবা দিচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধান অনুসারে চিকিৎসকদের সঙ্গে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ১:১০০০। আমাদের রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ সেই অনুপাতে রাজ্যে চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার অনুপাত হল ১:৩৪৪৮। অর্থাৎ ৩৪৪৮ জনের জন্য মাত্র একজন চিকিৎসক রয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে ২২৫ টি মেডিকেল সিট বরাদ্দ রয়েছে (আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ১২৫ টি এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে ১০০টি)। সুতরাং রাজ্যে এই মুহূর্তে চিকিৎসকের প্রয়োজন মেটাতে আরও মেডিকেল সিট থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার চিকিৎসকের অভাব দূর করতে আন্তরিক। সেক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট এবং সুপার স্পেশালিস্টসহ চিকিৎসক নিয়োগ করার উদ্যোগ নিতে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সরকারি হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করে প্রাইভেট সেক্টরে মেডিকেল কলেজ স্থাপনকে উৎসাহিত করছে। এস্টাবলিশমেন্ট অফ মেডিকেল কলেজ রেগুলেশন্স, ১৯৯৯ এর ধারা ২(৫) এ বিধান রয়েছে যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করার সাপেক্ষে কোনও ব্যক্তি/এজেন্সি/ট্রাস্ট/সোসাইটি/কোম্পানিকে রাজ্য সরকার মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারেন। এই নিয়মকে অনুসরণ করেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক উত্তরপ্রদেশে মোট ২৭টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছে এবং সরকারি হাসপাতাল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এরকম উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ, ম্যাঙ্গালোর কিলপোক গভর্নমেন্ট হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছে।সিন্ধুদুর্গ শিক্ষণ প্রসারক (এসএসপি) মণ্ডল মেডিকেল কলেজ মহারাষ্ট্র, সিন্ধুদুর্গ গভর্নমেন্ট হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছে, জেজেএম মেডিকেল কলেজ, দেবাংগিরি, কর্ণাটক চিগাটেরে জেনারেল হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছে, ডাঃ ডি ওয়াই পাতিল মেডিকেল কলেজ, পিমপিরি, পুনের সঙ্গে যশবন্তরাও চহ্বন মেমোরিয়াল হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে স্বাধীন ট্রাস্টের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালকে টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য মৌ স্বাক্ষর করেছে। কেরালায় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার সরকারি মেডিকেল কলেজে আরও বেশি সংখ্যক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছে সরকার ত্রিপুরায় সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছে। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে এনএমসি যাবতীয় অনুমোদন দেবে। সরকারকে সিকিউরিটি মানিও জমা দেবে স্বাধীন ট্রাস্ট। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে-এর রেটে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে ফি রয়েছে, ঠিক সেই হারে দশটি আসন সংরক্ষিত রাখবে। ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। প্রকল্পটি সময় স্বাধীন ট্রাস্ট এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে এই বিষয়ে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আইজিএম হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রশ্ন ও অভিযোগকে নস্যাৎ করে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, ক্লাশ হবে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে। আইজিএম হাসপাতালে মাঝে-মাঝে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ ইত্যাদি হবে তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। আইজিএম হাসপাতালের সম্পদ নষ্ট হলে সে অর্থ তারা মিটিয়ে দেবে। ২০০৯ সালে রাজ্য সরকারের জেলা হাসপাতাল (ডা বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতাল)কে ব্যবহার করার জন্য জি নেট গ্রুপকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জিনেট প্রতারণা করে পালিয়ে যায় তাই জি-নেটে কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য রাজ্য সরকার সতর্ক রয়েছে বলে মী জানান। উল্লেখ্য, বিগত দিনে হাসপাতাল স্থাপনের স্বার্থে আইএলএস হাসপাতালকে রাজ্য সরকার প্রায় বিনামূল্যে জমি ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সর্বদাই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার সরকারি আইন কানুন মেনেই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুহাসপাতাল :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৮৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অগ্নীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৫২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩০৭০৫৯১৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৪৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮০০-২৩-৩৬৭৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অনন্য প্রতিভার অধিকারী শান্তিপুরের প্রকৃতি

নদিয়া, ২৫ জুন (হি.স.) : অনন্য প্রতিভার অধিকারী, নদীয়ার শান্তিপুরের গোবিন্দপুরের বাসিন্দা ডাক্তার কৃষ্ণপদ বৈরাগীর ৭ বছরের কন্যা, প্রকৃতি বৈরাগী। ইতিমধ্যেই ওই শিশু কন্যা নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ইন্ডিয়া বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে। মাত্র ১ মিনিট ১ সেকেন্ড ১৭ মিলি সেকেন্ডে ১৯৫ টি দেশের জাতীয় পতাকা চিহ্নিতকরণ করে রেকর্ড গড়েছে সে। উল্লেখ্য, শান্তিপুর পাবলিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী প্রকৃতি। বয়স ৭ বছর। বাবা ডাঃ কৃষ্ণপদ বৈরাগী হোমিওপ্যাথিক হেলথ অফিসার। মা ডাঃ স্বপ্না সরকার পূর্ব বর্ধমানের স্কুল হেলথ মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি প্রকৃতির উৎসাহ তৈরি হয় মাত্র দু""'বছর বয়স থেকেই। ইন্ডিয়া বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে নাম তুলতে পারায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি পরিবার।

মালদায় ডেঙ্গু রোধে রাস্তায় ঝাঁটা হাতে বিডিও

মালদা, ২৫ জুন (হি.স.) : নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক। আর তারপরে ঝাঁটা হাতে এলাকা পরিস্কারে বিডিও। ডেঙ্গু সতর্কতা এবং প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে পুরাতন মালদার সাহাপুর সেতু মোর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হলো পুরাতন মালদা ব্লক এবং পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে। এদিনের এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ প্রচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা রাজবংশী, সাহাপুর অঞ্চলের প্রধান মাম্পি সাহা দাস সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা। এদিনের প্রচার অভিযানে পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা পরিস্কার করতে নামেন এবং এলাকার জনগণকে সচেতন করেন কিভাবে এই পতঙ্গবাহিত অর্থাৎ ডেঙ্গু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং পরামর্শ দেন পাশাপাশি সাহাপুর সেতু মোড় এলাকার বিভিন্ন দোকানের বর্জ্য জল রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় এবং তার থেকে মশা, মাছির উপদ্রব হয়। অভিযুক্ত দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের হুশিয়ারি দেওয়া হয় পরবর্তীতে যেন এই দোকানের নোংরা জল রাস্তায় না ফেলা হয়। এদিনের প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করে বিডিও সেজুতি পাল জানান, বর্ষা পড়তেই শুরু হয়েছে ডেঙ্গু প্রকোপ তাই এলাকার মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মানুষকে সচেতনামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

মিনাখায় দলীয় কর্মীদের ঘরে ফেরাতে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল

মিনাখা, ২৫ জুন (হি.স.): ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে মিনাখাঁর বামনপুকুর এলাকার বেশ কিছু বিজেপি কর্মীরা, ঘর ছাড়া। এছাড়াও বিজেপি কর্মীদের নানান রকম ভাবে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। এই সমস্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে থাকার জন্য ও ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ফেরানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মিনাখা থানায় এসে তাদের ঘরে ফেরালেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। তিনি মিনাখা থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। কিভাবে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় ও কিভাবে এলাকার বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ফেরানো যায়।

১৩ বছরের নাবালককে কুমির নিয়ে গেল নদীতে

পাথর প্রতিমা, ২৫ জুন (হি.স.): পেটের জ্বালা বড় জ্বালা অভাবের তাড়নায় মানুষ কিনা করে। প্রাণের ভয় নিয়েও নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল ১৩ বছরের এক নাবালক। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতেই তার এই উদ্যোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের জিপ্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এলাকায় নদীতে দুন ফেলতে গিয়ে কুমিরের পেটে গেল ১৩ বছরের নাবালক।নাবালকের নাম মানিক ভোক্তা (১৩)বাবার নাম হুকুম বক্তা, বাড়ি সত্য দাসপুর এলাকায়। গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পুলিশ, বড় দফতরের কর্মীরা এবং শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি শেখ নুর ইসলামের ব্যবস্থাপনায় লঞ্চ এবং ট্রলার নিয়ে নদীতে খোঁজা শুরু করার পরেও মেলেনি নাবালককে।

সামশেরগঞ্জে খুন যুবক

সামশেরগঞ্জ, ২৫ জুন (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার হোগলাবাড়ি গ্রামে পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। মৃত যুবকের নাম সুরাজ শেখ। মারধরের ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন,'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি একটি সমাজমাধ্যমে কিছু পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে একটি গ্রামের কিছু লোকেদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সময় পাথরের আঘাত লাগে ওই যুবকের। পরে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।' গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লংতরাইভ্যালী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তার মধ্যে ৮৯ পরিবার রিয়াং, ২৮ পরিবার চাকমা, ২৫ পরিবার ত্রিপুরী কমিউনিটির।বনকুমারী এলাকায় যারা আছেন তাদের পাট্টা বাম আমলে দেওয়া হয়েছিল। তবে এতদিন পর তাদের পাট্টা নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠছে। ছামনু বিধানসভার মালিধর, বাজধর, থালছড়া, গোবিন্দবাড়ি, নাথিনমনুর মতো ভিলেজে অনেকেই সরকারি বনভূমিতে বসবাস করছে। প্রশাসন সঠিক পথেই কাজ করুক এটাই আশা করে ছামনু মন্ডল কমিটি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছামনু বিজেপি মন্ডল সভাপতি মোহনলাল চাকমা, বিজেপি যুব নেতা মন্ত্রীজয় ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

রাহুলের

● প্রথম পাতার পর

এবার উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি এবং কেরলের ওয়ানাড, এই দুই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তবে এদিন ওয়ানাড থেকে নয়, রায়বেরেলির সাংসদ হিসেবেই সংসদে শপথ নেন রাহুল গান্ধী। উল্লেখ্য, সোমবারই তিনি ওয়ানাড কেন্দ্রের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন।

গ্রাহক

● প্রথম পাতার পর

মাস ধরে ব্যাংক কর্মীরা তালবাহানা অব্যাহত রাখে বলে অভিযোগ জানান ব্যাংকের গ্রাহকরা। মঙ্গলবার একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ব্যাংকে পরিষেবা গ্রহণ করতে আসা গ্রাহকেরা। বড়কাঁঠালস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখার বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ উঠে এসেছে এদিন। গ্রাহকরা জানান, প্রতিনিয়ত এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। ব্যাংক আধিকারিকদের বারংবার সমস্যার সমাধানের দাবি জানালেও তারা তালবাহানা অব্যাহত রেখেছে। কখনো ব্যাংকে নেটওয়ার্ক নেই, কখনো আবার কারেন্ট নেই, কখনো কর্মী নেই। এ ধরনের অজুহাত প্রায়শই গ্রাহকদের শুনতে হচ্ছে। মঙ্গলবার ক্ষুদ্র গ্রাহকরা কর্মীদের কাছে এ ধরনের তালবাহানা জবাব চাইলে ভেতর থেকে ব্যাংকের দরজা বন্ধ করে দেয় আধিকারিকরা। এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। ব্যাংকের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে এক প্রকার নিজের জমাকৃত টাকা তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন ওই ব্যাংকের গ্রাহকরা।

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে ব্যাঙ্গালুরুতে অ্যালামনি মিট

আগরতলা, ২৫ জুন।। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনায় (ডিডিইউ-জিকেওয়াই) ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে গত ২২ জন ব্যাঙ্গালুরুতে প্রাক্তন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অ্যালামনি মিট অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্গালুরুর ফরচুন পার্ক জেপি সেলেস্টিয়াল হোটেলে এই অ্যালামনি মিট অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্গালুরুতে কর্মরত রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক যুবতীরা এই অ্যালামনি মিটে অংশ নেন। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মকের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক এক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে ১৮-৩৫ বছর বয়সী গ্রামীণ যুবক যুবতীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা বাস্তবায়নে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ১৩,৪০৯ জন যুবক যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৮,২৯৪ জন যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

ব্যাঙ্গালুরুতে রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাক্তন যুবক যুবতীদের এই অ্যালামনি মিটের উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মকের সহকারি কমিশনার (দক্ষতা উন্নয়ন) আয়ুষ পুনিয়া ও ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড. ব্রাহ্মিত কৌর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড পঞ্চায়েতের (এনআইআরডিপিআর) অধিকর্তা সুধাকর রেড্ডি এবং ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এনএসডিসি) আঞ্চলিক পরিচালক শেখ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহির্রাজ্যে কর্মরত রাজ্যের গ্রামীণ যুবক ও যুবতীদের কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মউপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অ্যালামনি মিটে ব্যাঙ্গালুরুতে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত রাজ্যের ২৫০ জনের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক যুবতী অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থা যেমন টাটা জডিও, ইকম এক্সপ্রেস, ক্রিমস্টোন আইসক্রিম, টাটা ট্রেন্ট, অ্যামাজন, মাদারসন সুমি, ভি-মার্ট রিটেইল সহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অ্যালামনি মিটে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড. ব্রাহ্মিত কৌর যুবকদের শক্তি ও স্বপকে সঠিক দিকে চালিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যুবক যুবতীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের শক্তি ও স্বপকে সঠিক দিশায় চালিত করার জন্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (ডিডিইউ-জিকেওয়াই) গ্রামীণ এলাকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ার তৈরি করতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা রাজ্যের গ্রামীণ যুবক যুবতীদের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। তাছাড়াও গ্রামীণ যুবক যুবতীদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অ্যালামনি মিটে রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাঙ্গালুরুতে কর্মরত যুবক যুবতীরা তাদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনার ভূমিকার কথাও আলোকপাত করেন।

সিঙ্গুরের দোলুইগাছা এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে বিস্ফোরণ, আগুন

সিঙ্গুর, ২৫ জুন (হি.স.) : সিঙ্গুরের দোলুইগাছা এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে বিস্ফোরণ, আগুন। পুড়ে গেল কয়েকটি ঘর। একটি বড় বিল্ডিংয়ের একাংশও পুড়ে গেছে।অফিস চত্বরে রাখা একাধিক গাড়ি ভস্মীভূত। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল। মন্ত্রী জানিয়েছেন, অফিসে মজুত ক্লোরিন থেকে আগুন লাগে। ঘটনায় আহত ৫জন কর্মচারী। সিঙ্গুরের দোলুইগাছা এলাকায় চন্দননগর মহকুমার অধীন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। অফিসের পাশাপাশি মহকুমার জল পরীক্ষাগার ও আছে এখানে।

কর্মচারীরা জানাচ্ছেন, দুপুরে হঠাৎ বিস্ফোরনের মতো শব্দ হয় এবং আগুনের গোলা চারিদিকে ছুটে আসছে। এর পরেই চারিদিকে আগুন লাগে। আতঙ্কে সবাই ছোটাছুটি করতে থাকে। ঘটনার জেরে পুড়ে গেছে অফিস চত্বরে ক্লোরিন মজুতের একাধিক ঘর। পুড়ে ছাই দুটি চারচাকা,দুটি মোটর বাইক। আগুনের গোলা ছিটকে গিয়ে লাগে কয়েক মিটার দূরে প্রধান অফিস বিল্ডিং এ। যার জেরে ভেঙে যায় সমস্ত কাঁচ, পুড়ে গেছে একাধিক যন্ত্রপাতি, ক্ষতিগ্রস্থ পরীক্ষাগার। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন কর্মরত কর্মচারীরা। ছিটকে আসা আগুনের গোলা থেকে আহত হয়েছেন ৫ জন কর্মচারী। তাদের স্থানীয় বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। এদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় কলাকাতায় পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে।।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক করবী মান্না।। মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, মহকুমার এই জনস্বাস্থ্য কারিগরি অফিসে জলে মিশ্রন করার ক্লোরিন রাখা ছিল। সেই ঘরে কোন কারনে আগুন লাগে। সেটা থেকেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ৫০ মিটার অবধি আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ঙ্করভাবে অফিস ও পরীক্ষাগার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।।

বোলপুরে মাথার বদলে জমি, জমি মাফিয়াদের দৌড়াতে নাজেহাল গ্রামবাসী

বোলপুর, ২৫ জুন (হি.স.) : ""'জমি দিবি, নাকি ছেলের মাথা নিবি?"" এমনই ভয়াবহ হুমকি দিয়ে বোলপুরে জমি দখলের অভিযোগ। পাঁড়ুই থানার সাত্তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা লাগোয়া এলাকায় বেসরকারি আবাসন তৈরির জন্য প্রায় ২২ বিঘা পাট্টা ও বর্গা জমি আদিবাসী সহ চাষিদের কাছ থেকে বলপূর্বক লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই মর্মে বোলপুর মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে বোলপুর ও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন জমিহারারা। এমনকি, জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছেও লিখিত অভিযোগ করেছেন জমিহারারা। তাদের অভিযোগ, বেসরকারি আবাসন তৈরির জন্য বাড়িতে জমি মাফিয়ারা এসে হুমকি দেয়, মাত্র ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে জমি লিখিয়ে নেয়। বর্তমানে বিলাশবহুল আবাসনের পিছনে মাটি ও তালপাতার ঘরে বাস করছেন জমিহারা চাষি পরিবারগুলি।

প্রসঙ্গত, যেখানে জমি দখলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি জমি উদ্ধার করে ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের। সেই জায়গায় বাম আমলে দেওয়া পাট্টা, বর্গা জমি দখলের অভিযোগ। যদিও, আবাসনের অন্যতম কর্ণধার সুবর্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনেই জমি কিনেছি। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া নথির ভিত্তিতেই জমি কেনা হয়েছে। দখলের কোন বিষয় নেই।'

শাসক দলের মদতে শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নতুন কিছু নয়। এবার বোলপুরের পাঁড়ুই থানার সাত্তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা লাগোয়া ৫২ বিঘা জমি জুড়ে তৈরি হচ্ছে একটি বেসরকারি আবাসন। বিলাশবহুল কটেজ তৈরি করে চলছে বিক্রি। অভিযোগ, এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ২২ বিঘা জমি বলপূর্বক লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই জমি মধ্যের আদিবাসীদের বর্গা-পাট্টা জমি রয়েছে, রয়েছে চাষিদের জমি। পাট্টা, বর্গা জমির মালিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে, ""'জমি দিবি, নাকি ছেলের মাথা নিবি""। এই ভাবে হুমকি দিয়ে কাউকে ৩০ হাজার, কাউকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে জমি লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই মর্মে প্রায় ৩০ জন জমিহারা বীরভূম জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি বোলপুর মহকুমা শাসক সহ বোলপুর মহকুমা ও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকের কাছেও লিখিত অভিযোগ করেছেন।

১৪ জুলাই

● প্রথম পাতার পর

পূন্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে খয়েরপুরস্থিত সিএনজি স্টেশন দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তাছাড়া ভারী মালবাহী ট্রাকগুলি মেলা চলাকালীন সময়ে আমতলিতে এবং মাধববাড়ি ট্রাক টার্মিনালে রাখা হবে। তিনি জানান, মেলার দিনগুলিতে দুটি ভিন্ন মঞ্চে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজ্য ও বহিরাজ্যের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত পানীয়জল ও আলোর ব্যবস্থা রাখা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, চতুর্দশ দেবতা মন্দির পরিচালনায় ট্রাস্ট গঠনের পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও চতুর্দশ দেবতা মন্দির ও মন্দির পরিসরের উন্নয়নে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তাঁর দাবি, খার্চি মেলায় গত বছরের তুলনায় এবছর ভক্তের সমাগম বেশি হবে। তিনি বলেন, আগামী ১৪ জুলাই ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। সাথে এদিন উপস্থিত থাকবেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরাএদিন তিনি বলেন, এবছরের খার্চি মেলার মূল লক্ষ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। এবারের মেলার মূল থিম সবুজ এই ভবিষ্যত। তাছাড়া, এবার মেলায় আগত সমস্ত পূণ্যার্থী এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে ১৫ হাজার গাঁছের চারা বিতরণ করা হবে।

কর্মীদের

● আটের পাতার পর

হয়েছেন তারা। তাদের দাবি, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ, কর্মীদের পোশাক প্রদান করাী দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

কালো দিবস

● আটের পাতার পর

ধর্মনগর।। দেশব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে পালিত হলো কালো দিবস। অনুষ্ঠানটি হয় বিজেপির জেলা কার্যালয়ে। এক সভার পরে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, গোমতী জেলা থেকে আগত প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক রতন ঘোষ, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস এবং উত্তর জেলা বিজেপি দলের সভাপতি কাজল দাস।এই সাংবাদিক সম্মেলনে মূলত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববন্ধু সেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে অর্থাৎ ২৫ জুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কালো দিবস হিসাবে গৃহীত। কারণ ১৯৭৫ সালের ১২ জুন কোর্টে রায় দিয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে অসংগতির কারণে ছয় বছর কোন ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ। তখন লেখক কবি দেশপ্রেমী যারাই দেশের জন্য কথা বলেছে তাদেরকে এম আই এস অনুযায়ী জেলে বন্ধ করা হয়েছে।সিপিএম এবং কংগ্রেসের কেউ বন্দী হয়নি। তখনকার পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, উনার বাড়িতে জ্যোতি বসু আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করেছিলেন। পূর্ব থেকে ওই কংগ্রেস এবং সিপিএমের একটি যোগ সাজস পরিলক্ষিত হয়। জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই সময় জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে সারা ভারত রেল ধর্মঘট চলে। প্রায় ২৬ মাস এই ইমারজেন্সি জারি ছিল। মানবাধিকার তখন সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘিত হয়েছিল। কিশোর কুমারের গান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের গান এবং যেসব কবিতা দেশ ভক্তি মূলক সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের মধ্যে ঔষধ এবং খাদ্য সংকট চলছিল।১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পুনরায় দ্বিতীয়বারের জন্য স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল।

ক্রীড়াঙ্গন

সি-ডিভিশন লীগে জুয়েলের হ্যাট্রিক টানা জয় ছিনিয়ে বিবেকানন্দ শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুয়েলের হ্যাট্রিক। দুর্দান্ত জয় বিবেকানন্দের।

হারিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবকে। কথাটি একটু গোলমেলে ঠেকলেও বিষয়টা হলো সি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে বিবেকানন্দ ক্লাব পাঁচ-শুন্য গোলের ব্যবধানে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব কে পরাজিত করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত দুটি ক্লাবের খেলা। মহান ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দের আদর্শে ক্লাব নামাঙ্কিত ও পরিচালিত হলেও মাঠে দুদলের ফুটবল লড়াইয়ে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের রক্ষণভাগের কিছুটা দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিবেকানন্দ ক্লাবের জুয়েল দেববর্মা পরপর তিন গোল করে হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি ম্যাচের লাগাম দলের হাতে নিয়ে আসে। প্রথমার্ধের ১২ ও ৩৬ মিনিটের মাথায় পর পর দুই গোল এবং দ্বিতীয়ার্ধের চার মিনিটের মাথায় তৃতীয় গোলের সুবাদে জুয়েল দেববর্মার হ্যাটট্রিক দর্শকদের নজর কেড়েছে।

পক্ষান্তরে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ছেলেরা আক্রমণাত্মক খেলে গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি।

উপরন্তু খেলার শেষ দিকে ৭৬ মিনিটের মাথায় বিপুল জমাতিয়া এবং ৮৫ মিনিটের মাথায় রাজেশ জমাতিয়া পরপর দুটো গোল করে বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষে চূড়ান্ত ব্যবধান ৫-০ করে।

এই জয়ের সুবাদে বিবেকানন্দ ক্লাব লাগাতর দুই ম্যাচে জয় পেল এবং আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজিত স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সাবেরকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, অসীম বৈদ্য, তপন কুমার নাথ ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বিকাল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সরোজ সংঘ বনাম সবুজ সংঘ।

বৈকুন্ঠ স্মৃতি মহিলা লীগ ফুটবলে জম্পুইজলাকে রুখে দিল বিশ্রামগঞ্জ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জম্পুইজলার জয় রুখে দিল বিশ্রামগঞ্জ। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই ছিল। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ছিল মাঠে। নিছক অর্থে ডার্বি ম্যাচ ছিল মহিলা লিগ ফুটবলে। জম্পুইজলা প্লে সেন্টার বনাম বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট এর ষষ্ঠ ম্যাচ। খেলাটি ১-১ গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটে গোল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা যতই এগুচ্ছে, জম্পুইজলার মেয়েরা বিশেষ করে পোখীলা বোড়ার গোলটিকে পুঁজি করে রক্ষণভাগে গুরুত্ব বাড়িয়ে গোলটি ধরে রাখার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে আক্রমণ রচনা করতেও ভুল করেনি। পক্ষান্তরে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের মেয়েরাও গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে ক্রমাগত আক্রমণ রচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৭৫ মিনিটের মাথায় লিসাম লারি দেবী গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী ১৫ মিনিটের খেলা যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হলেও জয় সূচক গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। এক-এক গোলে ড্র ম্যাচ থেকে দুই দল পয়েন্টও এক-এক করে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিশ্রামগঞ্জ এর অঞ্জলিকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, অসীম বৈদ্য, সুকান্ত দত্ত ও সুপ্রিয়া দাস। দিনের খেলা: সকাল ৮টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে পান্তৌয়-এর জয় রুখে দিল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচে হারতে বসেছিল জম্পুইজলা। আর দশ মিনিট পানতৌয় সোসাইটির ছেলেরা গোলটি ধরে রাখতে পারলে হয়তো প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে যেতো। কার্যত প্রথম ম্যাচে সিমনা তামাকারীর সঙ্গে যেমন এক-এক গোলে ড্র করতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি আজ, মঙ্গলবারও জম্পুইজলা প্লে সেন্টার মূলতঃ পান্তৌয়ের জয় রুখে দিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় টিএফএ আয়োজিত সি ডিভিশন লীগ ফুটবলের এ গ্রুপের অষ্টম ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ও পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটির ম্যাচটি এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। খেলার ৩৬ মিনিটের মাথায় নেইলসন ত্রিপুরার গোলে পান্তৌয় দল ১-০তে লিড নিলেও সারাক্ষণ তা ধরে রাখতে পারেনি। এক গোলের উপর ভরসা না করে পানতৌয়ের ছেলেরা গোল ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্রমাগত আক্রমণ রচনা করলেও রক্ষণভাগ একটু হালকা হতেই খেলার ৮০ মিনিটের মাথায় জম্পুইজলার জিনান জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী ১০ মিনিট জয়সূচক গোলের সন্ধানে দু দলের প্রত্যেকে তৎপর হলেও সাফল্য কেউ পায়নি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অসীম বৈদ্য, পল্লব চক্রবর্তী, তপন কুমার নাথ ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা একটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কেশব সংঘ বনাম আনন্দ ভবন।

শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আলোচনা সবে শুরু। আরও দু-দিন রয়েছে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের। এতো বড় মাপের অর্থাৎ ব্যাপকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্সের আয়োজন সত্যিই উদ্যোক্তারা প্রশংসার দাবি রাখেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা বীর বিক্রম অডিটোরিয়ামে মূলতঃ আজ, মঙ্গলবার ছিল ক্রীড়াবিজ্ঞান বিষয়ক তারকাদের হাট। ২৭ জুন পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে। সমৃদ্ধ হবেন শ্রোতারা। তবে আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকরী করা হলে অবশ্যই সার্বিক ক্রীড়াঙ্গনে তার বিস্তর প্রভাব পড়বে। কমলপুর ডিগ্রী কলেজের উদ্যোগে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ফিজিক্যাল এডুকেশন ও স্পোর্টস সায়েন্স এর উপর তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আজ মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। সূর্যমনিনগরস্থিত ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির মহারাজা, বীর বিক্রম অডিটোরিয়ামে তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, আজকের সাইবার যুগে শারীরিক সুস্থতা ও যোগব্যায়ামের তাৎপর্যের গুরুত্বকে মাথায় রেখে কমলপুর ডিগ্রী কলেজের শারীর শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে তিন দিনের এই বড়ো মাপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের শিরোনাম 'এডভান্স কনসেপ্টস অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স : ট্রান্সফর্মিং পারফরমেন্স, ওয়েলনেস এন্ড সোসাইটি'। এই সম্মেলন মূলত: ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় এবং ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিল, ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধলাই জেলার কমলপুরে এই স্তরের সম্মেলন আয়োজনে পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে সম্মেলনের স্থান আগরতলার সূর্যমনিনগরে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করে তা সাফল্যমন্ডিত করে তোলা হচ্ছে। হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চেয়ারপার্সন তথা কমলপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড় অভিজিৎ সরকার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক তথা মহাবিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড়সুবল চন্দ্র দাস প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৬৫ জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছেন।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিটে সেমিফাইনালে লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিট গ্রুপের খেলায়। একই সঙ্গে অবনমনের ম্যাচে কোনদুই দল খেলবে তাও স্থির হয়েছে। আগামী ৩০ জুন ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন শান্তির বাজার ও বি গ্রুপ রানার্স মোহনপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে একই স্টেডিয়ামে এ গ্রুপ রানার্স উদয়পুর খেলবে বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদরের বিরুদ্ধে। এদিকে এর আগে ২৮ জুন ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে এ গ্রুপের সর্বশেষ দল কৈলাশহর ও বি গ্রুপের সর্বশেষ দল সোনামুড়া অবনমনের ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিট গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে সেমিফাইনাল ও অবনমন ম্যাচের লাইন আপ চূড়ান্ত হয়েছে। চার জুলাই ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

আফগানিস্তানের জয়, বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল অস্ট্রেলিয়া

কিংসটন, ২৫ জুন (হি. স.): রশিদ খানের ঘূর্ণিতে শেষ পর্যন্ত হার হল বাংলাদেশের। আর বাংলাদেশের হারে সুপার এইট থেকে অস্ট্রেলিয়াকেও বিদায় নিতে হল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই প্রথমবার আফগানিস্তানের কাছে হারল বাংলাদেশ। এর আগে প্রতিবারই জয় পেয়েছে টাইগাররা। অল্প রানের ম্যাচ। কিংসটনে আফগানিস্তানের দেওয়া মাত্র ১১৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১০৫ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। তাতে বৃষ্টি আইনে ৮ রানে জয় পায় আফগানরা। মঙ্গলবার বাংলাদেশকে একাই টেনেছেন ওপেনার লিটন দাস। ৫৪ রানের অপরাজিত ইনিংস বাংলাদেশকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে কারও সাহায্য না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত লিটন দলকে জেতাতে পারেননি। আর আফগানিস্তানের হয়ে জয়ের দুই নায়ক ছিলেন অধিনায়ক রশিদ খান (৪ ওভারে ২৩ রানে ৪ উইকেট) আর নাভিন উল হক (৩.৫ ওভারে ২৬ রানে ৪ উইকেট)। ম্যাচের শেষ দুই বলে ইক তসকিন ও মোস্তফিজকে আউট করেন। আর ম্যাচ সেরাও হয়েছেন নাভিন উল হক।

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ডেভিড ওয়ার্নার

সেন্ট লুসিয়া, ২৫ জুন (হি. স.): আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে ওয়ার্নারের ১৫ বছরের কেরিয়ারের সমাপ্তি ঘটল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হওয়ায় সোমবার রাতে সেন্ট লুসিয়ায় ভারতের বিপক্ষে হারা ম্যাচটাই তার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল। এর আগে তিনি টেস্ট ও ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

১১২ টেস্টে ৪৪.৫৯ গড়ে ৮৭৮৬ রান করেছেন ওয়ার্নার। হাঁকিয়েছেন ২৬টি সেঞ্চুরি। ১৬১ ওয়ানডে---র ১৫৯ ইনিংসে ৪৫.৩০ গড়ে ৬৯৩২ রান করেছে তিনি। এই ফরম্যাটেও আছে ২২টি সেঞ্চু রি। আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১১০ ম্যাচে ৩৩.৪৩ গড়ে ৩২৭৭ রান করেছেন ওয়ার্নার। এই ফরম্যাটেও আছে একটি সেঞ্চুরি। দুইবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি একবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও টি-টোয়েন্টির বিশ্বচ্যাম্পিয়নও হয়েছেন তিনি।

ভারতীয় গলফার অদিতি অশোক, দীক্ষা ডাগর প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): আন্তর্জাতিক গলফ ফেডারেশন দ্বারা প্রকাশিত যোগ্য খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত মহিলা তালিকা অনুযায়ী ভারতীয় গলফ তারকা অদিতি অশোক এবং দীক্ষা ডাগর প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

অদিতির বিশ্ব র‍্যাংকিং ৬০ এবং দীক্ষার বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ১৬৭ যদিও এটি অদিতির তৃতীয় অলিম্পিক। আর দিক্ষা দ্বিতীয়বার অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

টোকিও অলিম্পিকে অদিতি চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন আর দিক্ষা টাই-৫০ তম হয়েছিলেন দীক্ষা একমাত্র গলফার যিনি অলিম্পিক এবং ডেফলিম্পিক উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয়েছেন, যেখানে তিনি দুইবারের পদক বিজয়ী।

কোপা আমেরিকা: অসংখ্যখ সুযোগ হারিয়ে কোস্টারিকার সঙ্গে ড্র ব্রাজিলের

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৫ জুন (হি. স.): মঙ্গলবার কোপা আমেরিকায় তাদের প্রথম ম্যাচে অসংখ্যফ সুযোগ হারিয়ে গোল শূন্য ড্র করে কোপা অভিযান শুরু করেছে ব্রাজিল।

সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষণ সামলানো কোস্টারিকার প্রতিরোধ ভাঙতে পারল না রদ্রিগো, রাফিনিয়ারা।

এই প্রথম ব্রাজিল ও কোস্টারিকার ম্যা চ ড্র হল। আগের ১১ লড়াইয়ের মুখোমুখিতে ১০টি ম্যাচেই জিতেছিল ব্রাজিল আর একটিতে জিতেছিল কোস্টারিকা।

মঙ্গলবারের ম্যাচে ৭৪ শতাংশ বল দখলে রেখেছিল ব্রাজিল। গোলের জন্যা ১৯ শট নেয় তারা, এর কেবল তিনটি ছিল লক্ষ্যে। আর কোস্টারিকার দুটি শটের একটিও ছিল না লক্ষযেযা। এই দিনই 'ডি' গ্রুপের আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থার সিদ্ধান্ত, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের প্রথম সপ্তাহেই হবে অ্যাথলেটিকস

প্যারিস, ২৫ জুন (হি. স.): অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এতদিন পর্যন্ত অ্যাথলেটিকসের ইভেন্টগুলি আয়োজন করা হতো গেমসের শেষ সপ্তাহে। দশকের পর দশক ধরে এই রীতি চলে আসছিল গেমসে। তবে সে রীতি ভেঙে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে প্রথম সপ্তাহেই হবে অ্যাথলেটিকস। প্যারিস অলিম্পিক গেমস শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমস, প্যারালিম্পিক গেমস আয়োজক

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ব্রিটিশরা

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.): মঙ্গলবার বাংলাদেশকে হারিয়ে চতুর্থ দল হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গেল আফগানিস্তান। বিদায় নিয়েছে ২০২১ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। সুপার এইট গ্রুপ-১ থেকে সেমিফাইনাল গেছে ভারত এবং আফগানিস্তান। আর গ্রুপ-২ থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আফগানিস্তান খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এবং ইংল্যান্ড খেলবে ভারতের বিপক্ষে।

২৭ জুন ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৫.৩০ মিনিটে প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবে আফগানরা। আর একই দিন ভারতীয় সময় রাত ৮টায় প্রোভিডেন্স স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড এবং ভারত।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ: স্পেনের তিনে তিন, আলবেনিয়ার বিদায়

ডুসেলডর্ফ, ২৫ জুন (হি. স.): গ্রুপ সেরা হয়ে নক আউটে ওঠা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল স্পেনের। তাই প্রায় একটা নতুন দল নামিয়ে ছিল তারা। তা সত্ত্বেও আলবেনিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় তুলে নিল ইউরোর তিন বারের চ্যাম্পিয়নরা।

ডুসেলডর্ফে সোমবার রাতে 'বি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ১-০ গোলে জিতেছে স্পেন। প্রথমার্ধে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ফেররান তরেস। ২০০৮ সালে শিরোপা জয়ী আসরের পর এই প্রথম কোনো ইউরোয় গ্রুপ পর্বে ৩ ম্যাচের সবগুলো জিতল স্পেন। ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে আছে তারা। আর স্পেনের কাছে হেরে ইউরোর গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল আলবেনিয়া।

দুশো ছক্কার অনন্য কীর্তি গড়লেন ভারত অধিনায়ক

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.): ভারত অধিনায়ক সোমবার রাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্পর্শ করলেন দারুণ এক মাইলফলক। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুশো ছক্কার অনন্য কীর্তি গড়লেন তিনি। তার নামের পাশে ১৯৫ ছক্কা নিয়ে সেন্ট লুসিয়ায় সোমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামেন রোহিত।বিশ্বকাপের সুপার এইটের এই ম্যাচে তৃতীয় ওভারে মিচেল স্টার্ককে ৪টি ছক্কা মেরে দুশোর দুয়ারে পৌঁছে যান তিনি। পঞ্চম ওভারে আরেক পেসার কামিন্সকে ওই ছক্কায় পৌঁছে যান কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়।

রোহিত মাইলফলক ছুঁলেন ১৪৯ ইনিংসে। ছক্কার তালিকায় তার ধারেকাছেও কেউ নেই। ১১৮ ইনিংসে ১৭৩ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে আছেন অনেক দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা নিউ জিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল। এই দুজন ছাড়া দেড়শ ছক্কাও নেই আর কারও।

সব সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডও রোহিতের, চলতি বিশ্বকাপেই ৬০০ ছক্কার মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।

সরকার কৃষকদের কাছ থেকে বছরে দুবার সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করছে: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: রাজ্যের বর্তমান সরকার কৃষকদের কাছ থেকে বছরে দু'বার ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজ মাধববাড়ি খাদ্য গুদামে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়ের সূচনা করে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।উল্লেখ্য, এই ধান ক্রয় কেন্দ্রে আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত ৫ দিনে ৫১৮.৩৩ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কুইন্টাল ধান ২, ১৮৩ টাকা দরে ক্রয় করা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। আগে আমাদের রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হতো না। ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের কাছ থেকে বছরে দু'বার ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। কৃষকদের আত্মনির্ভরে করে তুলতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারের এই কর্মসূচিতে কৃষকরাও উৎসাহিত হচ্ছেন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা প্রমুখ।

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল অটো গাড়ি অল্পেতে রক্ষা পেল যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৫ জুন: লংতরাইভ্যালী মহকুমার কাঞ্চনছড়া এলাকায়ট্রেনের ধাক্কায় অটো গাড়ি চুরমার হয়ে যায়। অল্পের জন্যে রক্ষা পায় গাড়ি চালক সহ এক যাত্রী। মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১.৩০ মি নাগাদ বিরাশিমাইল থেকে কাঞ্চনছড়া ভিলেজে যাচ্ছিল একটি অটোরিকশা। গাড়িতে একজন সহযাত্রীও ছিল। কাঞ্চনছড়া যাওয়ার পথে রেললাইন পার হতে গিয়ে গাড়ি লাইনে আটকে যায়।এমন সময় আগরতলা থেকে শিলচরগামী ট্রেনটিও চলে আসে। গাড়ি রেখেই দ্রুত রেললাইন থেকে সরে পড়ে তারা। ট্রেনের ধাক্কায় অটো গাড়িটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। পড়ে ট্রেন থামিয়ে অটোরিকশাটি লাইন থেকে সড়িয়ে শিলচরের উদ্দেশ্যে ট্রেনটি রওয়ানা হয়। এই জায়গায় এমন দুর্ঘটনা নতুন নয়। একটি রেলগেইটের অভাবে একই জায়গায় একাধিকবার এই রকম দুর্ঘটনার খবর উঠে এসেছে। তাই এলাকাবাসীর দাবি এই জায়গায় একটি রেলগেইট দেওয়ার ব্যবস্থা করুক রেল কর্তৃপক্ষ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ) এর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: পরিকল্পনা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ) এর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এদিন সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন তিনি। এই ইউনিট ১৪ টি সেক্টরে (বিভাগ) পরামর্শ প্রদান করবে যা অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে দ্রুত প্রকল্প অনুমোদনে রাজ্যকে সাহায্য করবে। এটি একটি উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে যা ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলিতে বিভাগগুলিকে পরামর্শ দেবে। এর জন্য ১৪ টি সেক্টর থেকে ১৪ জন সেক্টর এক্সপার্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এটি তিন বছরের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১৫, ৯৬,৫৪,০০০ টাকা। তিন বছরের জন্য হলেও পরবর্তীতে এর সময়সীমা বৃদ্ধি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

টেন্ডার নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারধর, ভাঙচুর গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ জুন।। টেন্ডার ড্রপ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মারামারিতে আতঙ্ক বিরাজ করে গোটা বিশালগড়ে। মোট ১৪ টি মামলার রজু হয় বিশালগড় থানায়। দুই গুষ্টির সংঘর্ষে আহত বেশ কয়েকজন। দুইজন বর্তমানে হাঁপানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরা হলেন দীপঙ্কর নাগ বাড়ির রাউৎখলা এবং সুমিত দাস বাড়ি রঘুনাথপুর। ঘটনার পর থেকে গোটা বিশালগড় শহরে বিশাল টিএসআর ও পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে বিশালগড় এসডিপিও অফিস সংলগ্ন ডি ডব্লু এস অফিসে টেন্ডার জমা দিতে জান ঠিকাদার বাদল সাহা। তাকে টেন্ডার ড্রপ করতে বাধা দেয় প্রভাবশালী এক গুষ্টি। বাদল সাহা বিষয়টি ফোন করে অপর এক প্রভাবশালী গুষ্টিকে জানালে তারাও ঘটনাস্থলে চলে আসে। বিকাল তখন পাঁচটা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও তাণ্ডব। দুই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তাণ্ডবে পুলিশ যেন অসহায় হয়ে পড়ে। ইট, পাটকেল, লাঠি, বাঁশ,লোহার রড কোন কিছুই বাদ যায়নি। অনেকক্ষণ পর বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ছুটে এসে দুপক্ষকে কোনক্রমে সামাল দেয়। এর মাঝে কয়েকজন আহত এবং ডি ডব্লিউ এস অফিসের মধ্যে থাকা একটি গাড়ি ও ভাঙচুর করা হয়। বিশালগড়ের ওপেন সিক্রেট এই দুই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ভয়ঙ্কর মারপিটের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিশালগড় শহরের মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।জানা গেছেদুইপক্ষ থেকেই মামলা পাল্টা মামলা এবং ডিডাব্লিউএস এর পক্ষ থেকে গাড়ি ভাঙ্চুর সহ অপর একটি মামলা করা হয়।পরবর্তী সময়ে রাতদশটায় থানা ঘেরাও করে বিশালগড় মন্ডল বিজেপি কার্যকর্তরা।তাতেসামিল হয় বিভিন্ন মোর্চার সংগঠন। ওসি ছুটিতে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসেন এসডিপিও পান্নালাল সেন।তাদেরকে আশ্বস্ত করলে বিজেপি মন্ডলের কার্যকর্তার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে থানা ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেয়।

কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৫ জুন: ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃতি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ফটিকরায় বিধানসভার অন্তর্গত ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্র হলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সংবর্ধনা সভা।ফটিকরায় বিধানসভার অন্তর্গত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগে যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সংবর্ধিত করেন মন্ত্রী সুধাংশু। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শুভেচ্ছা সরূপ মানপত্র,স্কুল ব্যাগ,কলম, মোমেন্টো তোলে দেন মন্ত্রী সহ জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। মোট ৬৪০ জন ছাত্র ছাত্রীকে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।তিনি বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন আশা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে আলোকিত মানুষ হিসাবে দেশের এবং রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা করবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও পারদর্শী হয়ে নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তাঁরা গড়ে তুলবে। তাঁদের শিক্ষা গ্রহণে এবং ভালো ফলাফলের জন্য যেসব মানুষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের কথা সব সময় তাঁরা মনে রাখবে। এছাড়াও মন্ত্রী ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন আগামী দিনে দেশ, রাজ্য এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব রয়েছে। আর সেই দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে যেতে হবে। তাদের জীবনে যাতে একটি লক্ষ্য স্থির থাকে। আর লক্ষ্য স্থির থাকলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আজকের যুব সমাজ তথা ছাত্র ছাত্রীরা আগামী দিনে সমাজে একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

বিজেপি দল ত্যাগ করে ১৯ ভোটারের কংগ্রেসের যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: বিশালগড় বিধানসভার অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের শাসকদল বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান এবং তার স্বামী সহ ১৯ ভোটার কংগ্রেসের যোগদান করেন। তাদেরকে বরণ করে নিয়েছেন রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক জয়দেব বর্মন, জেলা কংগ্রেস সম্পাদক আরাফত ইকবাল, বিশালগড় ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবার দুপুরবেলা অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ড তপন শিবের বাড়িতে সেই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে অরবিন্দনগর পঞ্চায়েত দুই দুইবারের পঞ্চায়েত প্রধান মিরা দেবনাথ এবং তার স্বামীর সঞ্জু দেবনাথ ২০১৪ সালে অরবিন্দ নগর পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি দায়িত্ব ছিলেন পরবর্তী সময়ে জেলা ওবিসি মোর্চার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।তিনি বলেন, যারা দীর্ঘদিন যাবত সিপিআইএম এবং কংগ্রেস করেছেন তাদেরকে বিজেপির দলে ঠাই দিয়ে বুথ সভাপতি নির্বাচিত করেছেন তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি আরো বলেন অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের মধ্যে ক্যাপ্টেন তৈরি হয়ে গিয়েছে আগামী দিন খেলোয়ার গুলিকে নিয়ে বিজেপিকে ধুলিস্যাৎ করব। পাশাপাশি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিশালগড় প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের প্রার্থী দেওয়ার কথা ও জানিয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন।

ফের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটি চাকুরি প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : ফের অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে টিআরবিটি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এস টি জি টি চাকুরী প্রত্যাশীরা। জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, গত ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার ২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর। এ---বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল আইনগত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। তবু টি আর বিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না। তাই আজ আবারও অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে টি আর বি টি দপ্তরে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা

পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ জুন: গতকাল গভীর রাতে সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে এক নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত দে জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে তামসাবাড়ী এলাকায় বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে তামসাবাড়ি এলাকা থেকে এক নেশাকারবারি মুশফিকুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ৩৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪গ্রাম ব্রাউন সুগার, ২৮ বোতল ফেন্সিডিল ও এসকফ নেশা জাতীয় সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ঊারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। আজ দুপুরে অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে সোপর্দ করা হবে।

প্রত্যেকরায় বিদ্যালয়ের এনএসএস ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন: প্রত্যেকরায় এইচ এস স্কুলে সাতদিন ব্যাপী এন এস এস ইউনিটের শিবির ও রক্ত দান শিবিরের উদ্বোধন করেন বাগবাসা বিধানসভার বিধায়ক যাদব লাল নাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চএবতী বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস। সভাপতিত্বে করেন প্রত্যেকরায় এইচ এস স্কুলের প্রিন্সিপাল দেবাশীষ দেবনাথ। প্রোগ্রাম অফিসার বিনা রানী দাস। বিধায়ক যাদব লাল নাথ প্রথম রক্তদান করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। এবছর ৫০তম রক্ত দান করেন বলে তিনি জানান। ১৮ বছরে তিনি প্রথম রক্তদান করেন। এরপর থেকে প্রতি বছরই বিধায়ক যাদব লাল নাথ রক্তদান করে আসছেন।সাতদিন ব্যাপী এন এস এস শিবিরের মধ্যে রয়েছে রক্ত দান শিবির গাছ লাগানো স্কুল পরিস্কার সমাজে যুবকদের প্রয়োজনীয়তা সমাজে ড্রাগসের কুফল নিয়ে আলোচনা। এদিনের শিবিরে প্রত্যেকরায় স্কুলের ছাত্রী সুপ্রিয়া নমঃ ও ছাএ রত্নদীপ দাস এবং শিক্ষিকা সহ ১৩ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ বনমিত্র কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ একাধিক দাবিতে সরব হয়েছেন বনমিত্র কর্মীরা। পর্বতীতে তাঁরা বন দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বনদপ্তরের অধীনে প্রায় ৬০০ জন বনমিত্র কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ১০ দিনের কাজ হত। তখন দৈনিক

মজুরি ২১২ টাকা করে দেওয়া হত। পর্বতী সময়ে তাদের চাকুরীর মেয়াদ ২০ দিন করা হয়েছে। এখন তারা দৈনিক ২২৬ টাকা করে পান। এই নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে।তাঁদের অভিযোগ, তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছেন তাদের। তাই এরই বিরুদ্ধে সরব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোক্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : ভোক্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে সমাজে ভোক্তারা যত বেশী সচেতন সেই সমাজ ও রাজ্য তত দ্রুত এগিয়ে যায়। অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি ভোক্তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে ভোক্তা সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র ও ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।সদর মহকুমা প্রশাসন এই আলোচনাচক্র ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আলোচনাচক্র ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানব সম্পদ। যে দেশের মানব সম্পদ যতে বেশী সচেতন সে দেশ তত বেশী উন্নত। সে দেশের ভোক্তাদের অসাধু ব্যবসায়ীরা ঠকাতে পারেন না, প্রতারিত করতে পারেন না। ভোক্তাদের স্বার্থে রাজ্যে ইতিমধ্যেই ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিম, দক্ষিণ, ধলাই ও উত্তর জেলায় ৪টি ভোক্তা আদালত রয়েছে। রাজ্যের অন্য ৪টি জেলাতেও সরকার ভোক্তা আদালত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।এদিন তিনি বলেন, ভোক্তাদের যেমন নিজেদের অধিকার সমন্ধে সচেতন হতে হবে তেমনি ব্যবসায়ীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে হবে। ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষায় মূল্যবোধের অবক্ষয় নয় বরং জাগরন দরকার। ভোক্তাকে অধিকার রক্ষায় আরও সচেতন হতে হবে।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অরিন্দম লোধ, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, সদর মহাকুমার মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

চা বাগানে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের প্রতিবাদে বিক্ষোভে শামিল শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ জুন: চা বাগানে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন শ্রমিকরা। আজ তাঁরা কৈলাসহর মনুভ্যালি চা বাগানের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার গভীর রাতে কৈলাশহর থানার অধীনে জগন্নাথপুর চা বাগান এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা তান্ডব চালিয়েছেন। জগন্নাথপুর চা বাগানে কৈলাসহর মহকুমার আরোও চারটি চা বাগানের শ্রমিকরা এসে কাজ করেন। জগন্নাথপুর চা বাগানটি লক্ষ্মী চা কোম্পানির অধীনে চলছে। সারা রাজ্যে চা কোম্পানির ছয়টি চা বাগান রয়েছে।

বিজেপি সদর শহর জেলার উদ্যোগে কালো দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতীয় রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবথেকে অন্ধকারময় দিন ছিল। জরুরী অবস্থার মাধ্যমে মূলত বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এমনটাই অভিযোগ তুলে আজ এই দিনটিকে বিজেপি সদর শহর জেলার উদ্যোগে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এরই প্রতিবাদে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর শহর জেলার সভাপতি সহ অন্যান্যরা কার্যকর্তারা।জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, ২৫ শে জুন ১৯৭৫ সালে আজকের দিনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। আজ ইতিহাসের সেই কালো দিন। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রস্তাব মত সংবিধানের ৩৫২ ধারার প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেই দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি দেশ আজও ভুলে যায়নি।

চড়িলাম।। প্রায় একুশ মাসের জরুরি অবস্থা চলাকালীন কয়েক হাজার বিরোধী দলের নেতাকে

গ্রেফতার করা হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিলো। জেলখানায় অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল অনেকে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইমার্জেন্সির নামে কাল অধ্যায় রচনা করেছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এই ২৫ জুন দিনটিকে প্রতি বছর কালো দিবস হিসাবে পালন করে বিজেপি। এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কালো দিবসের অন্ধকার রাজত্বের কথা তুলে ধরেন বিজেপির সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা কমিটি। বিশালগড় রঘুনাথপুর স্থিত জেলা অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করেন বিজেপির প্রদেশ সদস্য জহর লাল সাহা এবং বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহসভাপতি প্রদীপ ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক রাজেশ সাহা, সম্পাদক বিপ্লব চক্রবর্তী প্রমুখ। জহরলাল সাহা বলেন গনতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছে কংগ্রেস। মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলো। বিরোধী দলকে সহ্য করতে পারেনা কংগ্রেস। একুশ মাসে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছিল। কংগ্রেস ক্ষমতা লোভী। এবারের নির্বাচনে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে শুধু ক্ষমতার লোভে। বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বলেন জরুরি অবস্থা স্বাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কজনক অধ্যায়। রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি ওরা সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করেছিল। আজ ওরা গণতন্ত্রের কথা বলছে। এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায়না। তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের কাছে এদের মুখোশ খুলে দিতে দেশ জুড়ে প্রচারে নেমেছে বিজেপি।এছাড়া এদিন বিশালগড় নিউ মার্কেটে আয়োজিত পথসভায় কংগ্রেস জামানায় জরুরি অবস্থার কালো আখ্যান তুলে ধরেন বিজেপির নেতৃবৃন্দ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।